POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا
مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হইতে যাহা তোমরা উপার্জন কর, এবং উহা হইতেও যাহা আমরা তোমাদের জন্য যমীন হইতে উৎপন্ন করি।'

(আল-বাকারা: ২৬৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
37
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 13 সেপ্টেম্বর , 2018 2 মহরম 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

যে ব্যক্তি ঐশী অনুগ্রহে রূহুল-কুদুসের সাহায্যে নৈতিক চরিত্রে কোন অংশ লাভ করে নাই, তাহার নৈতিকতার দাবী মিথ্যা তাহার নৈতিকতার পানির নীচে বহু কাদা ও গোবর রহিয়াছে যাহা প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

তোমরা আপন খোদার সহিত পবিত্র সম্বন্ধ সৃষ্টি কর। ঠাট্টা, বিদ্রুপ, দ্বেষ, কুবাক্য, লোভ, মিথ্যা, ব্যভিচার, কাম-লোলুপ দৃষ্টি, কু-চিন্তা, সংসার পূজা, অহঙ্কার, গর্ব, অহমিকা, পাষন্ডতা, কুট-তর্ক ইত্যাদি সব পরিহার কর।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পক্ষান্তরে সূরা 'ফাতেহার' দোয়া আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, পৃথিবীতে সর্বদা খোদাতালার ঠিক সেইরূপ আধিপত্য বিদ্যমান আছে যেমন আধিপত্য অন্যান্য জগতের উপর বিদ্যমান। সূরা ফাতেহার প্রারম্ভে খোদাতালার সেই পূর্ণ আধিপত্য -ব্যঞ্জক গুণাবলীর উল্লেখ আছে যাহা দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এইরূপ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে নাই। যেমন আল্লাহতালা বলিতেছেন যে, তিনি 'রাহমান', 'রহীম' এবং 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন'। অতঃপর তিনি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা মসীহর শিক্ষা দেওয়া প্রার্থনার ন্যায় শুধু নিত্যকার খাদ্য প্রার্থনা নয় বরং অনাদিকাল হইতে মানব প্রকৃতিতে যে সকল শক্তি দান করা হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে যেরূপ পিপাসা নিহিত রাখা হইয়াছে, তদনুযায়ী প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যথাঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ হে পূর্ণ গুণরাজীর অধিকারী! তুমি এরূপ কল্যাণময় যে, প্রত্যেক অণু-পরমাণু তোমা কর্তৃক প্রতিপালিত হইতেছে তুমি আমাদিগকে অতীতে সত্যবাদীগণের উত্তরাধিকারী কর এবং তাঁহাদিগকে যে সকল পুরস্কার প্রদান করিয়াছ তাহার প্রত্যেকটি আমাদিগকেও দান কর, আমাদিগকে রক্ষা কর যেন অবাধ্যাচরণ করিয়া তোমার অভিসম্পাতে পতিত না হই এবং আমাদিগকে রক্ষা কর যেন তোমার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পথভ্রষ্ট না হইয়া যাই। আমীন। *(সূরা ফাতেহা ঃ ৬-৭ আয়াত)*

এখন এই সমুদয় তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে ইঞ্জিল ও কুরআন শরীফে দোয়ার প্রভেদ সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইঞ্জিল তো খোদাতালার রাজত্বের কেবল প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, খোদাতালার 'রাজত্ব' তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, কেবল বিদ্যমানই নহে, বরং কার্যতঃ তাঁহার কল্যাণ সতত বর্ষিত হইতেছে। ফলতঃ ইঞ্জিলে তো কেবল এক প্রতিশ্রুতিই রহিয়াছে, কিন্তু কুরআন শরীফ শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয় নাই বরং খোদাতালার সুপ্রতিষ্ঠিত 'রাজত্ব' এবং তাঁহার কল্যাণসমূহ প্রদর্শন করিতেছে। বস্তুতঃ কুরআন শরীফের 'ফযিলত' (শ্রেষ্ঠত্ব) ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, ইহা সেই খোদাকে প্রেম করে যিনি এই পার্থিব জীবনেই শুধু ব্যক্তিগণের ত্রাণকর্তা ও আরাম দাতা এবং যাঁহার অনুগ্রহ হইতে কোন প্রাণীই বঞ্চিত নহে এবং প্রত্যেক জীবের প্রতিই তাহার যোগ্যতানুসারে তাঁহার 'রবুবীয়্যত', 'রহমানীয়্যতের' আশিস বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু ইঞ্জিল এরূপ খোদাকে পেশ করে যাহার আধিপত্য দুনিয়াতে এখনও কায়েম হয় নাই, কেবল মাত্র ইহার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ- বিবেক কাহাকে আনুগত্যের যোগ্য অধিকারী বলিয়া মনে করে। হাফেয শিরাযী সত্য সত্যই বলিয়াছেন ঃ (ফারসী) "আমি আমার মোগান (অগ্নি উপাসক) পীরের শিষ্য, হে শেখ। আমার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইও না, কেননা তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছ এবং তিনি পূর্ণ করিবেন।" (অনুবাদক)

ইঞ্জিলসমূহে বিনয়ী ও দীন-হীন ব্যক্তিদের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং এইরূপ ব্যক্তিরও প্রশংসা করা হইয়াছে, যে উৎপীড়িত হইয়াও প্রতিবাদ করে না। কিন্তু কুরআন শরীফ এই কথা বলে না যে, তুমি সর্বদাই নিরীহ হইয়া থাক এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না, বরং এই শিক্ষা দেয় যে, বিনয়, নম্রতা, দীনতা ও প্রতিবাদ না করা উত্তম, কিন্তু এই গুণাবলী অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইলে অন্যায় হইবে। অতএব, তোমরা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রত্যেক পুণ্য কার্য সম্পাদন করিবে, কারণ স্থান ও অবস্থার বৈষম্যে পুণ্য কর্মও পাপে পরিণত হয়। তোমরা দেখিতে পাও, বৃষ্টি কত উপকারী ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু অসময়ে বৃষ্টিপাত হইলে তাহা ধ্বংসের কারণ হইয়া যায়। তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, কোন একটি ঠান্ডা বা গরম খাদ্য অনবরত ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্য তখনই ঠিক থাকিবে যখন সময় ও অবস্থা অনুযায়ী তোমাদের খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন হইতে থাকে। সুতরাং কঠোরতা ও নম্রতা, ক্ষমা ও প্রতিশোধ, আশীর্বাদ ও অভিসম্পাত এবং অন্যান্য নৈতিক গুণাবলী যাহা তোমাদের জন্য সময়োপযোগী, তাহাতেও এইরূপ পরিবর্তন আবশ্যক। উচ্চস্তরের বিনয়ী ও সুশীল হও, কিন্তু তাহা স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, সত্যিকারের নৈতিক উৎকর্ষ যাহার সহিত প্রবৃত্তির কামনার কোন বিষাক্ত সংমিশ্রন থাকে না, তাহা ঊর্দ্ধ লোক হইতে রূহুল কুদ্দুসের সাহায্যে আসে। অতএব তোমরা কেবল আপন প্রচেষ্টায় এই সমস্ত নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পার না, যে পর্যন্ত তোমাদিগকে আকাশ হইতে উক্ত গুণাবলী দান করা না হয়। যে ব্যক্তি ঐশী অনুগ্রহে রূহুল-কুদুসের সাহায্যে নৈতিক চরিত্রে কোন অংশ লাভ করে নাই, তাহার নৈতিকতার দাবী মিথ্যা তাহার নৈতিকতার পানির নীচে বহু কাদা ও গোবর রহিয়াছে যাহা প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং তোমরা সতত খোদাতালা হইতে শক্তি প্রার্থনা কর যেন এইরূপ কর্দময় ও গোবরযুক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার এবং রূহুল কুদুস তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের পবিত্রতা ও নম্রতা সৃষ্টি করে। স্মরণ রাখিও, নিখুঁত পবিত্র

এরপর ১০-এর পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সামাজিক প্রথা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

হযরত সৈয়্যাদা উম্মে মাতীন মরিয়ম সিদ্দিকা (দ্বিতীয় পর্ব)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন- খোদা সম্পর্কে ভীত হন এবং সেই দিনের শাস্তি এড়িয়ে চল যেদিনের এক টুকরো শাস্তিও সারা জীবনের আনন্দ-উপভোগের তুলনায় এমনই যে, যদি এই আনন্দ উপভোগ এবং জীবনকাল কুরবানী করে দেওয়া হয়, আর মানুষ এর থেকে রক্ষা পেতে পারে, তবু এটি মাহার্ঘ্য নয় বরং সস্তা সওদা।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৩ শে জুন, ১৯২৭)

এই ঘোষণার পর আহমদী মহিলাদের উপর একটি বড় দায়িত্ব বর্তায়। সেই দায়িত্ব হল আমাদের ইমামের ডাকে সাড়া দিয়ে সেই সকল কাজ বর্জন করা যেগুলির জন্য প্রথা শব্দটি প্রযোজ্য।

বিভিন্ন ধরণের প্রথা

১) ধর্মের নামে প্রথা

২) বিবাহাদি সংক্রান্ত প্রথা

৩) মৃত্যু সংক্রান্ত প্রথা

৪) শিশুর জন্ম সংক্রান্ত প্রথা

ধর্মের নামে প্রথা

ধর্মের নামে যে সমস্ত প্রথা বা কুসংস্কার চলে আসছে যেমন- কবর পুজো, কবরে উরুস করা, মেলাদের সময় মহানবী (সা.)-এর আত্মা নেমে আসে এমন বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া এবং শিরনী বিতরণ করা, বিভিন্ন দোয়া দরুদ উদ্ভাবন করা যেগুলির সম্পর্কে কুরআন হাদীসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, নামাযে আল্লাহর কাছে দোয়া না করে নামাযের হাত তুলে দোয়া চাওয়া, তাবিয-গন্ডা, ঝাড়-ফুঁক এবং মহরম পালন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রথা যা ইসলামের নামে করা হয়, কিন্তু ইসলামের সঙ্গে এগুলির দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলাম হল একত্ববাদের নাম। একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ তালা নবীদেরকে প্রেরণ করে থাকেন। পৃথিবীতে পূর্ণ একত্ববাদ আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর আজ তাঁর নাম কীর্তনকারীরা কবরে গিয়ে খোদা তা'লাকে বাদ দিয়ে ঐ সকল বুযুর্গদের কাছে দোয়া চায়, তাদের কবরে নৈবদ্য সাজায় আর উরুস করে যাদের সারাটি জীবন একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিল। অথচ আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, ইহুদি এবং খৃষ্টানদের উপর অভিসম্পাত যারা নিজেদের নবীদের কবরকে সেজদাস্থলে পরিণত করেছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে জামাত আহমদীয়া শিরক ও বিদাত থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষ ও মহিলা এবং বাচ্চাদের জীবন একত্ববাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অতিবাহিত হওয়া জরুরী। যেরূপ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে ইলহামের মাধ্যমে বলেছিলেন- 'খুযুত তাওহীদা ইয়া আবনাউল ফারিস'-এই ইলহামের মাধ্যমে তাঁর সমগ্র জামাতকেও বোঝানো হতে পারে। যেভাবে আবনায়ে ফারিস-এ জন্য একত্ববাদের আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক অনুরূপভাবে আবনায়ে ফারিসের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনকারীদের জন্যও এটি কেন্দ্রবিন্দু যাকে কেন্দ্র করে আমাদের যাবতীয় শিক্ষা আবর্তিত হয়। যদি অক্ষই দুর্বল হয়ে যায় তবে আমাদের যাবতীয় দাবিও দুর্বল হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ এক এবং তাঁর কোন শরিক নেই- কেবল এমন মৌখিক দাবি করলেই একত্ববাদের আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা বোঝায় না, বরং 'খুযুত তৌহিদ'-এর অর্থ হল প্রত্যেক কাজ করার পূর্বে আমরা যেন চিন্তা করে দেখি যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'লার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হয় না তো। যেখানে আল্লাহ তা'লার আদেশ এবং সামাজিক রীতি-রেওয়াজের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়, সেখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আদেশাবলীকে অগ্রাধিকার দিন এবং খোদার কারণে না সমাজের পরোয়া করুন, না আত্মীয়-স্বজনদের না কোন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের।

এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- " কিতাবুল্লাহ্র বিরুদ্ধে যা কিছু হচ্ছে তা সবই বিদাত আর সমস্ত বিদাত আগুনে (নিক্ষিপ্ত হবে)। যা কিছু নির্ধারিত রয়েছে তা থেকে একটুও এদিক সেদিন না যাওয়ার নামই হল ইসলাম। বারবার একই শরীয়ত তৈরী করার অধিকার কার আছে?

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৬)

জামাতের মহিলারাও যেহেতু কিছু কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর যতগুলি ফতোয়া পাওয়া সম্ভব হয়েছে সেগুলি বর্ণনা করা সমীচীন হবে।

মুসলমানেরা কবরে উরুস করে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" যা কিছু আঁ হযরত (সা.) দিয়েছেন তা গ্রহণ করা এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকার নামই হল শরীয়ত। এখন কবরে তোয়াফ করা হয়, এগুলিকে মসজিদ বানানো হয়েছে। উরুস বা এই ধরণের জলসায় না নবুয়তের পদ্ধতি, না সুন্নতের পদ্ধতি।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৫)

অনেকে মহররম মাসের দশ তারিখে বিশেষভাবে সদকা-খয়রাত করে। এ বিষয়ে কাযি মহম্মদ যহুরুদ্দীন সাহেব আকমল (রা.) প্রশ্ন করেন যে, মহররম মাসের দশ তারিখে যে শরবত ও চাউল বিতরণ করা হয় তা যদি আল্লাহ্র জন্য পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় তবে এ সম্পর্কে হুযুর (আই.) কি নির্দেশ দেন। তিনি (আ.) বলেন-

" এমন কাজের জন্য দিন-তিথি নির্ধারণ করা প্রথা ও বিদাতের পর্যায়ে পড়ে এবং এই প্রথাগুলি ক্রমশঃ শিরকের পথে পরিচালিত করে। অতএব এর থেকে বিরত থাকা উচিত, কেননা, এমন সব প্রথার পরিণাম শুভ নয়। হয়তো এমন ভাবনা নিয়েই এর প্রবর্তন হয়েছিল, কিন্তু এখন তা শিরক এবং গায়রুল্লাহ্ নামের রূপ ধারণ করেছে। এই কারণে আমি এটিকে অবৈধ আখ্যায়িত করছি। যতদিন এমন ধরণের প্রথার উৎপাটন না হবে মিথ্যা মতবাদ দূরীভুত করে পারে না।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে এক ব্যক্তির প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়। প্রশ্ন করা হয় যে, আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুদিনে রোযা রাখা আবশ্যক কি না?

তিনি (আ.) উত্তর দেন, "আবশ্যক নয়।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫)

সেই ব্যক্তিরই প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় যে, মহররমের প্রথম দশ দিন রোযা রাখা আবশ্যক কি না?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উত্তর দেন-

'আবশ্যক নয়।'

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫)

তাঁর আরও একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় যে, মহররমে যারা তাবুত তৈরী করে এবং মেহফিল করে তাতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে কি নির্দেশ রয়েছে? হুযুর (আ.) বলেন-

'পাপের কাজ'

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫)

শাবানের ১৫ তারিখ সম্পর্কে তিনি বলেন,

' হালোয়া এবং এই ধরণের যাবতীয় প্রথা বিদাতের পর্যায়ে পড়ে'

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)

বিভিন্ন ইবাদত পদ্ধতি এবং তাবিজ গন্ডা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন- আমাদের কেবল একজনই রসুল রয়েছেন এবং একটিই কুরআন তাঁর উপর নাযেল হয়েছে যার অনুসরণ করে আমরা খোদা লাভ করতে পারি। বর্তমানে ফকিরদের দ্বারা প্রবর্তিত পদ্ধতি এবং গদ্দী-নশীনদের 'সাইফিয়াঁ', দোয়া এবং ওযায়েফ মানুষকে সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত করার মাধ্যম। তোমরা এগুলি থেকে বিরত থাক। এরা আঁ হযরত (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়ার মোহর ভঙ্গ করতে চেয়েছে, যেন তারা নিজেদের পৃথক শরিয়ত রচনা করেছে। তোমরা স্মরণ রেখ! কুরআন শরীফ এবং রসুলে করীম (সা.)-এর নির্দেশ পালন করা এবং নামায-রোযার যে 'মসনুন' পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলি ছাড়া খোদার কৃপা ও আশিসের দরজা খোলার অন্য কোন চাবি নেই। যে এই পথগুলি ত্যাগ করে অন্য কোন পথ বের করে সে পথভ্রষ্ট। যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আদেশ অমান্য করে ভিন্ন কোন উপায়ে তাঁকে সন্ধান করে সে বিফলমনোরথ হয়ে ইহধাম ত্যাগ করবে।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৫)

এক ব্যক্তি লিখিতভাবে নিজের কিছু প্রয়োজনীয়তার কথা উপস্থাপন করেন। হযরত আকদস সেটি পড়ে বলেন, ঠিক আছে, আমি দোয়া করব। একথা শুনে সেই ব্যক্তি কিছুটা উৎসুক হয়ে বলে উঠল, আপনি আমার নিবেদনের উত্তর দিলেন না। হযরত আকদস বলেন, আমি তো বললাম যে দোয়া করব। সেই ব্যক্তি বলল, হুযুর কি কোন তাবিয করেন না?

হযরত আকদস (আ.) উত্তর দিলেন, "তাবিয গন্ডা করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ হল কেবল আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৩)

নিজেদের তৈরী করা ইবাদত পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'নিজেদের কর্মের শোচনীয় দশা নিয়ে ভাবিত নয়। পয়গম্বার (সা.)-এর থেকে পাওয়া পুণ্যকর্মগুলিকে বর্জন করেছে এবং সেগুলির স্থানে স্বরচিত দরুদ ও ওযীফা প্রবেশ করিয়েছে এবং কয়েকটি পঙক্তি মুখস্ত করে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে আর বুল্লেহ শাহের শ্লোক পাঠ করে বিগলিত হয়ে পড়ে। (ক্রমশঃ...)

জুমআর খুতবা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। গত রবিবার স্বীয় আশিসরাজির বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে এবং খোদার কৃপার বহি:প্রকাশ ঘটানোর মাধ্যমে যুক্তরাজ্য জলসা সালানা সমাপ্ত হয়েছে।

এই জায়গাটি প্রায় জঙ্গল সদৃশ। সমস্ত সুযোগ সুবিধাযুক্ত একটি শহর আবাদ করা কোন সামান্য কাজ নয়। এ ছাড়া সব কিছু শতভাগ পেশাদার দক্ষ ব্যক্তিরা এ কাজ করছে না। যা কিছু হচ্ছে আর যে ফলাফল লাভ হয় তা খোদার কৃপার ফলে হয়ে থাকে। খোদা তা'লাই এসব প্রচেষ্টাকে অসাধারণভাবে সফলতা দান করেন। যেসব অতিথি আসেন তারাও আশ্চর্য হয়ে কর্মীদের আবেগ এবং প্রেরণা দেখে এই কথা ব্যক্ত করে থাকেন।

জলসা আমাদের নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসারের পাশাপাশি বহিরাগতদের জন্যও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যম হয়।
এখন আমি সংক্ষেপে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া আপনাদের সামনে তুলে ধরব, যা থেকে প্রকাশ পায় যে জলসা অন্যদের ওপরও কেমন প্রভাব ফেলে।

জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা, জলসা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ এবং বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্য, জলসার পরিবেশ, কর্মী ও স্বোচ্ছাসেবীদের সেবার প্রেরণা এবং জলসার আশিসসমূহ সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিবর্গের প্রতিক্রিয়া এবং কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ।

রেডিও, টিভি , সংবাদ-পত্রিকা এবং সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যপক আকারে জলসার সংবাদ প্রচার হয়েছে। এগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলাম আহমদয়াতের বাণী পৌঁছেছে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহদী (অল্টন) থেকে প্রদত্ত ১০আগস্ট , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১০ যহুর , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُأَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। গত রবিবার স্বীয় আশিসরাজির বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে এবং খোদার কৃপার বহি:প্রকাশ ঘটানোর মাধ্যমে যুক্তরাজ্য জলসা সালানা সমাপ্ত হয়েছে। এ তিনটি দিন ছিল বড়ই আশিসময়। জলসা সালানার প্রস্তুতি প্রায় পুরো বছরই চলতে থাকে। কিন্তু জলসার পূর্বের তিন চার মাস বিশেষভাবে ব্যবস্থাপনা এবং অনেক সেচ্ছাসেবী জলসার প্রস্তুতির জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে যান। জলসার দুই সপ্তাহ পূর্বে সেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে হাদীকাতুল মাহদীতে যাবতীয় সুযোগ সুবিধাধী সরবরাহ করার জন্য কর্মীরা নিজেদের সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করে কাজ করেন। বিশেষ করে যুবকদের একটি বড় শ্রেণি এর জন্য কাজ করে থাকে। এই জায়গাটি প্রায় জঙ্গল সদৃশ। সমস্ত সুযোগ সুবিধাযুক্ত একটি শহর আবাদ করা কোন সামান্য কাজ নয়। এ ছাড়া সব কিছু শতভাগ পেশাদার দক্ষ ব্যক্তিরা এ কাজ করছে না। যা কিছু হচ্ছে আর যে ফলাফল লাভ হয় তা খোদার কৃপার ফলে হয়ে থাকে। খোদা তা'লাই এসব প্রচেষ্টাকে অসাধারণভাবে সফলতা দান করেন। যেসব অতিথি আসেন তারাও আশ্চর্য হয়ে কর্মীদের আবেগ এবং প্রেরণা দেখে এই কথা ব্যক্ত করে থাকেন। জলসার পূর্বে যেসব কর্মী কাজে রত থাকে জলসার দিনগুলোতে তাদের কাজের ব্যস্ততা আরো বৃদ্ধি পায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই এতে যোগ দেন। আর যারা অতিথি নন তাদের জন্য এটি একটি অসাধারণ বিষয় যে কীভাবে ছোট বড় সকলেই নিজ কাজে গভীরভাবে মগ্ন। অতিথি যারা এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা রাখে না, তারা এমন কাজ দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তারা যেভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন, তা অসাধারণ এক বহি:প্রকাশ হয়ে থাকে। একই সাথে তারা কর্মীদের এই সেবা প্রত্যক্ষ করেন এবং একথাও বলেন যে জলসা তাদের ওপর একটা বিশেষ প্রভাব ফেলেছে, তাদের জীবনকে বদলে দিয়েছে। মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের শিক্ষার এক প্রভাব পড়েছে। ইসলাম এবং জামা'ত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামের নেতিবাচক প্রভাবের পরিবর্তে এর সৌন্দর্য সম্পর্কে তারা অবহিত হয়েছেন।

অতএব, জলসা আমাদের নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসারের পাশাপাশি বহিরাগতদের জন্যও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যম হয়। সারা বছর খোদার যে কৃপাবারী হয়ে থাকে জলসার দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় সংক্ষিপ্তভাবে তার উল্লেখ করা হয়। খোদার সীমাহীন কৃপাবারির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আমরা দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লার অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য জলসার দিনগুলোতেই খোদার কৃপাবারি আরম্ভ হয়ে যায়। এর বহি:প্রকাশ ঘটে অমুসলিমদের জলসার সম্পর্কে প্রকাশিত অভিব্যক্তির মাধ্যমে।

এখন আমি সংক্ষেপে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া আপনাদের সামনে তুলে ধরব, যা থেকে প্রকাশ পায় যে জলসা অন্যদের ওপরও কেমন প্রভাব ফেলে।

বেনীনের ভ্যালেন্টাইন হুড সাহেব অতিথি হিসেবে এসেছিলেন, যিনি ৮ বছর মন্ত্রী ছিলেন, বর্তমানে তিনি একজন সাংসদ। তিনি বলেন, আমি জলসা সালানা থেকে যা কিছু পেয়েছি, অঢেল ধনসম্পদ খরচ করেও তা অর্জন করা সম্ভব হত না। একটি অগাধ শান্তিপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশে আমি অবস্থানের সুযোগ পেয়েছি। আজ পর্যন্ত এত সুশৃঙ্খল জনসমাবেশ দেখি নি যাতে ৪০ হাজারের মত মানুষ যোগদান করেছে যারা বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মানুষ, তাসত্ত্বেও এত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। কোন ঝগড়া নেই, বিবাদ নেই, সবাই পরস্পরের সেবায় ব্যস্ত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করে অন্যের স্বাচ্ছন্দের জন্য কাজ করছে। এটি আমার জন্য অনেক বড় বিষয় এবং আশ্চর্যজনক বিষয় যে, এত বড় জনসমাবেশে কোন পুলিশ নেই কোন সেনাবাহিনী নেই, সর্বত্র জামা'তে আহমদীয়ার

স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ করতে দেখা যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম আজকের যুগে নি:স্বার্থভাবে কাজ করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? আমি এরপর এই সিদ্ধান্তে উপনিত হই যে, সব কিছু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খেলাফতের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে, যা জামা'তের আবাল -বৃদ্ধ-বনিতাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে আর শৈশবেই জলসার ব্যবস্থাপনার জ্ঞান দেওয়া আরম্ভ করে। আমি বলতে পারি যে, জামা'তে আহমদীয়া পৃথিবীর সামনে যে ইসলাম উপস্থাপন করে আর যেভাবে সদস্যদের তরবীয়ত করছে এর ফলে অচিরেই মানুষ ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ করবে। আহমদীয়তই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্ম হবে। (আহমদীয়াত তো কোন ধর্ম নয়, ইসলামই সবচেয়ে বড় ধর্ম হবে যা আহমদীয়াতের মাধ্যমে মসীহ্ মওউদের কল্যাণে পুনরায় নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।) তিনি বলছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যে শিক্ষা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে তার প্রকৃত ব্যবহারিক চিত্র জলসায় যোগদানের পর আমার চোখে পড়েছে। এই জলসার অনেক সুখকর স্মৃতি নিয়ে লন্ডন থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছি। আমার জন্য এ মুহূর্তগুলো অবর্ণনীয় ও সুখকর স্মৃতি হয়ে থাকবে।

আরেকজন মেহমান, বেনীনের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তার নাম হল চুনওয়ানো পাসকাল, যিনি planning and development এ উচ্চপদে আছেন। তিনি বলেন, অনেক কনফারেন্সে আমি যোগদান করেছি ও দেখেছি, কিন্তু আপনাদের জলসার মত সুশৃঙ্খল আর সফল জলসা পূর্বে আমি কখনও দেখিনি। এই জলসার সকল কর্মী নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন এবং সব দায়িত্ব খুব সুন্দরভাবে পালন করছিলেন। ৪০ হাজার মানুষের খাবার খাওয়ানো আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় এবং অবিশ্বাস্য বিষয় হল খাদ্য প্রস্তুতকারক এবং পরিবেশনকারীরা সকলেই স্বেচ্ছাসেবী ছিল। সারা পৃথিবীতে যদি এই প্রেরণার ভিত্তিতে কাজ করা হয় আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটবে আর মানব জাতির সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাবে। জামা'তে আহমদীয়ার প্রশংসা না করে আমি পারছি না, এদের ছোট বড় যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা সকলেই সুশৃঙ্খল এবং শিষ্টাচারী।

হেইতির প্রেসিডেন্ট এর প্রতিনিধি যোসেফ পেরে সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসা জীবনের সবচেয়ে ভাল একটি অভিজ্ঞতা যা কখনও আমি ভুলতে পারব না। কর্মীদের অতুলনীয় কর্মপন্থা আমার চোখ খুলে দিয়েছে বরং ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে।

আইভোরিকোস্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক তুরে আলী সাহেব এসেছেন, যিনি আইভোরিকোষ্টের ন্যাশানাল কন্সটিটিউশনাল কাউন্সিল এর উপদেষ্টাও বটে। তিনি বলেন যে, আমি মুসলমান নিজেও, গত কুড়ি বছর ধরে ইসলামী বিভিন্ন ফের্কার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পাচ্ছি কিন্তু এই কুড়ি বছরে আমি ইসলামের সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারি নি যা জলসার এ তিন দিনে আমার অর্জিত হয়েছে। এই দিনগুলোতে আধ্যাত্মিকভাবে আমার যে উন্নতি হয়েছে তা গত বিশ বছরে হয় নি। অ-আহমদী আলেমদের কাছে কিছু নেই। ইসলাম সম্পর্কে কেউ যদি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হয় তাহলে তার জামা'তে আহমদীয়ার কাছে যাওয়া উচিত। পুনরায় তিনি বলেন, জলসায় যেভাবে স্বেচ্ছাসেবীরা দায়িত্বপালন করে তা থেকেই বোঝা যায় যে আহমদীরা খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখে। এ ভালোবাসার কারণে তারা পূর্ণ আনুগত্য করে, তাদের নিজেদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা রয়েছে। এই ভালোবাসার মধ্যে এক্যতান রয়েছে। এই কারণেই তারা সঠিকভাবে ইসলামের খেদমত করছে। অন্য কোন মুসলমান ফের্কার কাছে এমন নেতা এবং এমন ঐক্য নেই। আমি ভবিষ্যতেও এই আধ্যাত্মিক জলসায় যোগদান করব, এমনকি আমার স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে আসব।

বেলুস থেকে এক সাংবাদিক মহিলা সাহার ভাসকুইয সাহেবাও বলেন, আমি যখন মিয়ামি থেকে লন্ডনগামী ফ্লাইটে বসেছিলাম আমার মাথায় ভয়ভীতি এবং সন্ত্রাস সংক্রান্ত অনেক ধ্যান ধারণা আসতে থাকে। এই ধারণা এজন্য ছিল না যে আমি সাত ঘন্টা দীর্ঘ ফ্লাইটে বসেছিলাম বরং আমি অনুভব করলাম যে, আগামী তিন দিন আমাকে মুসলমানদের মাঝে কাটাতে হবে। পৃথিবীতে সংঘটিত ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য কতক মুসলমানই দায়ী। আমি অনুভব কললাম যে এখন আমি ফিরে যেতে পারব না, জাহাজ তো উড়ে চলেছে, আমাকে এর সম্মুখিন হতেই হবে। আমি দোয়া করি যে আমি নিজে যেন কোন সন্ত্রাসী হামলার শিকার না হই। স্পষ্টতই আমি কোন হামলার শিকার হইনি বরং বাস্তবতা ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টোটা। এখানে আমাকে যুবরানীদের মত রাখা হয়েছে। জলসা সালানার প্রভাব আমার জীবনের সর্বোত্তম অনুভূতি। অনেকের সাথে আমি সাক্ষাত করেছি, আহমদীদের মত সহানুভূতিশীল মানুষ আমি কখনই পাইনি, আমি এক মহান ও উৎকৃষ্ট জামা'ত পেয়েছি। বিনয় এবং ভালোবাসার উচ্চ মান প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। প্রতিটি দিন ছিল যাদুময়ী। আমি গর্বিত যে এখান থেকে অনেক বন্ধু এবং স্মৃতি সাথে নিয়ে যাচ্ছি। সত্যিকার অর্থে এটি এমন এক অভিজ্ঞতা ছিল যা কখনও আমি ভুলতে পারব না।

এরপর বেলিয়ের শহরের মেয়র বার্নাড জোসেফ সাহেব বলেন, জলসা সালানার এটি আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, যা ছিল অত্যন্ত প্রীতিকর এব হৃদয়স্পর্শী। তিন দিনে আহমদীদের ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং মানব সেবায় গভীরভাবে প্রাভাবিত হয়েছি। আমি এমন এক দেশ থেকে এসেছি যেখানে আমরা অনেক সামাজিক সমস্যার সম্মুখিন হই। আমি বেলিস সিটির মেয়র হিসেবে মনে করি এই সব সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদেরকে হয়তো বেলিয়ের স্থানীয় জামাতে আহমদীয়ার দিকনির্দেশনা নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, এখান থেকেও অনেক সুখকর স্মৃতি সাথে নিয়ে যাচ্ছি এবং সঙ্গে সেই সকল সম্পর্ক যা এই তিনদিনে তৈরী হয়েছে। থাকা, খাওয়া, সফর ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল খুবই উন্নতমানের। গাড়ি চালক, এয়ারপোর্টের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনকারী কর্মীরা, অনুরূপভাবে জলসা সালানা চলাকালে পানি পরিবেশনকারী শিশু, পার্কিং এর কর্মী, খাবার প্রস্তুতকারী এমন সব কর্মচারী যারা পর্দার অন্তরালে খেদমতের তৌফিক পাচ্ছিল, তারা সকলে মিলে জলসা খুবই স্মরণীয় করে তুলেছে।

ইতালির এক প্রফেসর যুসতো লা-কুনসা বালদা বলেন, তিনি ক্যাথলিক পাদ্রী। সাবেক পোপের উপদেষ্টাও ছিলেন। তিনি বলেন, এই জলসায় তিনটি কথা আমি বিশেষভাবে নোট করেছি, একটি হল বিভিন্ন জাতির মানুষের এভাবে অবাধে ভালোবাসার সাথে মেলামেশা এক আশ্চর্যজনক বিষয়। পৃথিবীর কোথাও এমন দৃশ্য দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই জলসায় আমি অনেক শান্তি পেয়েছি, কোন প্রকার অস্বস্তি বা উৎকণ্ঠা ছিল না। তৃতীয় কথা হল খলীফায়ে ওয়াক্তের ভাষণগুলি নিজের মাঝে স্পষ্ট বার্তা রাখে। আমাদের জন্য এসবের মাঝে বাস্তবিক উপদেশ রয়েছে।

এরপর রয়েছেন ফিলিপাইনের একজন অতিথি এলিনা লোবাস সাহেবা। তিনি এখন আরব নিউজের জন্য কাজ করেন। গত বছর মানিলা বুলেটিনের সাংবাদিক হিসেবে জলসায় যোগদান করেছিলেন। এ বছর পুনরায় ব্যক্তিগত খরচে তিনি জলসায় এসেছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানায় যোগদানের এটি দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা আমার। আমাকে বলতে হবে যে, প্রত্যেকবার জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য বিষয়াদী আমাকে গভীরভাবে প্রতাপান্বিত করেছে। অনুরূপভাবে মানুষের ঈমানী অবস্থা দেখে বিশেষ করে এই বিষয়টি যে, কীভাবে বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মানুষ জলসা সালানার পরিবেশে এসে একাকার হয়ে যায়-আমাকে প্রভাবিত করেছে। কোন জাতিগত বা বর্ণগত কোন পার্থক্য থাকে না। এই পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধই আপনাদের বার্তাকে একটা ব্যবহারিক রূপ দিয়ে থাকে যা যে কোন বক্তৃতার চেয়ে বেশি কার্যকরী এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ফেলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জলসা সালানায় যোগদানকারীরা হয়তো এই ভালবাসা ও সাম্যের পরিবেশই নিজেদের দেশে নিয়ে যান এবং এভাবে জলসায় যোগদানকারী সব দেশ এই পরিবেশ থেকে প্রভাবিত হন। আমার মনে হয়, যত বেশি সম্ভব মানুষকে আহমদীয়া জামা'তের সাথে জলসার পরিবেশে কিছুটা সময় কাটানো উচিত যেন বেশি বেশি মানুষ জানতে পারে যে, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ কাকে বলে। আর ইসলামের প্রকৃত চেহারা কতই না আকর্ষণীয়।

জাপান থেকে আগত প্রতিনিধি দলের এক ভদ্র মহিলা ইউকিকো কোন্ডো সাহেবা মহিলাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য সম্পর্কে বলেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে বোঝা যায় যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের নসীহত, জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের নসীহত সেই রক্ষাকবজ যার ছায়াতলে জামা'তে আহমদীয়া উন্নতি করছে। বিভিন্ন পরিবারের মাঝে সম্পর্ক বন্ধন স্থাপন আর যান্ত্রিক জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা বর্তমান সময়ের দাবি। আজকে ধর্ম বিমুখতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম যে, কোন্ শক্তি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের মাঝে ধর্মীয় সেবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বজায় রেখেছে। এই প্রশ্ন আমাদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল কিন্তু জলসার প্রথম দিনই দোয়ায় যোগদান করে এবং জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের নসীহত বা উপদেশ শুনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, দোয়াই সেই শক্তি যা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এবং পৃথিবীর মানুষের মাঝে পার্থক্য গড়ে তুলেছে। জলসায় বার বার আমরা দোয়া করার সুযোগ পেয়েছি। দোয়ার পর আমরা দেখেছি যে, আমাদের মনও কিছুটা হালকা হয়েছে আর আমাদের আত্মা এক সতেজতা পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, জলসা চলাকালে আবহাওয়া গরম

ছিল, আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন থাকা সত্ত্বেও মানুষকে বিরক্ত বোধ করতে দেখিনি। কর্মীদের চেহারায় স্মিত হাসি লেগেই থাকত। খাবার চলাকালে শৃঙ্খলা ছিল আদর্শস্থানীয়। যখন জানতে পারলাম যে, যে সমস্ত শিশুরা পানি পান করিয়ে থাকে তাদের থেকে আরম্ভ করে ওয়াশরুম পরিস্কার পরিচ্ছন্নকারী সেচ্ছাসেবীদের অধিকাংশই স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে এই কাজ করছে, তখন তাদেরকে আমি ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতাম এবং দোয়া করতাম যে, খোদা যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তারা মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিচ্ছে।

গোয়াদে লোবের প্যাট্রিস মায়েকো নামে একজন নব দীক্ষিতা আহমদী বলেন, জীবনে কখনও এমন অনুষ্ঠান দেখিনি। জলসার অনুষ্ঠানমালা যথা সময়ে শুরু হওয়া আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন বক্তৃতা ছিল সময়োপযোগী। বিশেষ করে আমার জন্য ছিল খুবই কল্যাণকর। জলসার পুরো ব্যবস্থাপনা ছিল একটি চলন্ত মেশিনের ন্যায়, যার প্রতিটি যন্ত্র নিজ নিজ জায়গায় কাজ করছিল, সব কর্মীরা সম্মিলিতভাবে এই মেশিনকে সর্বোত্তমভাবে চালাচ্ছিল। প্রত্যেকটি কর্মী নিজ নিজ জায়গায় দক্ষ মনে হচ্ছিল। তিনি আরো বলেন, জলসায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি প্রদর্শনী ছিল খুবই উপযোগী এবং কল্যাণকর, বিশেষ কের আর্কাইব এবং মাখাযানে তাসাভির, রিভিও অব রিলিজিয়ন্স আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই প্রদর্শনীগুলো আমার খুবই ভাল লেগেছে। এগুলো আহমদীয়াতের ইতিহাসের বিষয়ে আমার জ্ঞান অনেকটা বৃদ্ধি করেছে, এই জলসায় যোগদান করে আমি খোদার প্রতি সমধিক কৃতজ্ঞ, যিনি আমাকে এমন বরকতময় জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এই আশিসময় জলসা সালানার সমস্ত গুণের বা সৌন্দর্যের পাশাপাশি তিনি একটি দুর্বলতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জলসা সালানার সমস্ত সৌন্দর্য সত্ত্বেও আমার তুচ্ছ জ্ঞান অনুসারে ইংরেজীর তুলনায় ফ্রেঞ্চ ভাষায় বিভিন্ন প্রোগ্রামের অনেক ঘাটতি অনুভব করেছি। ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুষ্ঠান প্রস্তুতকারীরা এই কথাটি নোট করুন, হয় ফ্রেঞ্চ প্রোগ্রাম হোক বা অন্য সেগুলোরও অনুবাদ হওয়া চাই। এটিও খোদার কৃপা যে, দুর্বলতাও একই সাথে চিহ্নিত হয়ে আমাদের সামনে।

জাপান থেকে আসা একজন অতিথি ইয়োশিদা সাহেব, যিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান যাযক, আন্তর্জাতিক বয়আতের প্রেক্ষাপটে তিনি নিজের ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বয়আতের অনুষ্ঠান দেখে অনুভব হল যে, আমাদের এক খোদা আছেন যার সামনে সেজদাবনত হলে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে, পাপ বিধৌত হয়। সব মানুষ মতভেদ দূর করে যদি ঐক্যবদ্ধ হতে চায় তাহলে হতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, বয়আতের অনুষ্ঠানে যোগদান করে অবলীলায় আমাদের চোখ থেকে অশ্রু বইতে থাকে, আমরাও সেজদাবনত হই। আর এমন মনে হয় যে, সত্যিই আমাদের পাপ বিধৌত হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার একজন আলেম প্রফেসর মহম্মদ বলেন, জলসা সালানার অনুষ্ঠান একটি অনেক বড় আশ্চর্যজনক প্রোগ্রাম। এই জলসায় বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এসেছিল, এমন মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবীকে সমবেত করে ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করা হয়েছে। যেভাবে এখানে সেচ্ছাসেবীরা সেবা করছিল অন্য সংগঠনে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি একথার অনেক বড় প্রমাণ যে, জামা'তে আহমদীয়া সকল ক্ষেত্রে সেবাদাতা জামা'ত।

জলসা চলাকালে সকল প্রকার মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের অনেকে অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব ছিল, সর্বত্র ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দৃশ্য স্পষ্ট ছিল, শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী শোনা যাচ্ছিল। আতিথেয়তার যতটুকু সম্পর্ক আছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। কর্মীরা অতিথিদের ভীষণ সম্মান করে আর খুবই হাস্যোৎফুল্ল চেহারার সাথে সাক্ষাত করে। মনে হচ্ছিল যেন আমরা আমাদের ঘরেই অবস্থান করছি। জলসা সালানার বক্তৃতা সকলের জন্য সহজবোধ্য ছিল। আমার প্রস্তাব হল এমন মহান জলসা ইন্দোনেশিয়াতেও অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, যেখানে খলীফায়ে ওয়াক্ত উপস্থিত থাকবেন। এটি আমাদের জন্য বড় গর্বের কারণ হবে।

তিনি যদি করতে চান দেশের লোকদেরকে (জামাতের) অনুরাগী বানান। সেখানে তো ক্রমশ: জামাতের শত্রুতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার এক ভদ্র মহিলা, মুসলমান মহিলাদের সংগঠনের এক নেত্রী, তিনি বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বেশ কিছু বই আমি পড়েছি। জামা'তের অনেক জ্ঞান আমার রয়েছে, কিন্তু জলসা সালানায় যোগদান করে খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তব্যগুলো নিজ কানে শুনে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। সত্যিই জামাতে আহমদীয়ার মানুষ সৎকর্মশীল আলেম। যেভাবে লোকেরা মনোযোগসহকারে খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা শুনে এই পুরো দৃশ্য দেখে হতভম্ব হতে হয়। লোকে বলে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুফর এবং পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত, আর অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে। কিন্তু সত্য কথা হল এরাই সত্যিকার মুসলমান যারা রীতিমত নামায পড়ে, আল্লাহ্ এবং বান্দাদের অধিকারকে খুব ভালোভাবে প্রদান করে। পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে, কথা বলার পূর্বে আসসালামুআলাইকুম বলে, সকল অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা এবং আনুগত্যের প্রেরণায় কাজ করে। প্রতিটি সেচ্ছাসেবী নিজ দায়িত্ব تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى এর অধিনেই পালন করে। এই পুরো দৃশ্য দেখে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি বলেন, এই সবকিছু যুগ ইমাম এবং খেলাফতের বরকতেরই পরিণাম বলে মনে হয়। ইনি আহমদী নন।

ইন্দোনেশিয়ার এক অ-আহমদী আলেম, সেখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। তিনি বলেন প্রথমবার এমন জলসা দেখেছি যেখানে সকল দিক থেকে সকল অর্থে আধ্যাত্মিক বিষয়াদিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, আমি এটিকে এক স্বর্ণালী জলসা মনে করি। এতে সারা পৃথিবী থেকে আগমণকারী মানুষ খেলাফতের চতুষ্পার্শ্বে পতঙ্গপালের মত সমবেত হয়েছে। এক ইন্দোনেশিয়ান হিসেবে আমি খলীফাতুল মসীহ্‌র প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই, যিনি সারা পৃথিবীর মানুষকে এক জায়গায় একত্রিত করে ভ্রাতৃত্ববোধের এক দৃশ্য উপহার দিয়েছেন।

সত্যিকার অর্থে খিলাফত সেই কাজকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রেরিত হয়েছেন। যুগ ইমাম এবং যুগ মাহদীকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের মানার তৌফিক দিবেন এটিই আমার প্রত্যাশা।

তিনি আরো বলেন যে, এটিই সত্যিকার ইসলাম আর এটিই সত্যিকার ভ্রাতৃত্ববোধ। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠন যার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, জামা'তে আহমদীয়ার আদর্শবাণী খুবই উন্নত। সকল হৃদয়ে কীলকের মত তা গেঁথে যায়। খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিটি বক্তব্যে কুরআনের আয়াত, হাদীস, মহানবী (সা.) এর সুন্নতের আলোকে খুবই সুন্দরভাবে ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। জলসা সালানা যদিও কেবল তিন দিবসীয়, কিন্তু কল্যাণরাজীতে পরিপূর্ণ। এরজন্য আমরা তাঁর প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ।

গিনীকোনাকুরির একটি প্রদেশের একজন গভর্ণর সারাংগ বে কুমারা সাহেবা জলসায় যোগদান করেন এবং বলেন, এর চেয়ে উত্তম এবং সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান পূর্বে দেখি নি। পৃথিবীর সকল দেশ থেকে সকল বর্ণ ও জাতির মানুষ বড় সংখ্যায় এতে যোগদান করে, যা সবোৎকৃষ্ট ইসলামী আদর্শ তুলে ধরছে, প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার অসাধারণ বহি:প্রকাশ কেবল বুলিসর্বস্ব নয় বরং এর বাস্তব প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তা অনুভুত হচ্ছিল। প্রতিটি জিনিস যার প্রয়োজন হত সব সময় উপলব্ধ ছিল। তিনি বলেন যে, সব বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছে, এমন মনে হচ্ছিল যে, এটি একান্ত সময়ের দাবি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশেষ করে জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতাগুলো ছিল অসাধারণ, খুতবা জুমুআয় অতিথি এবং মেজবানের উদ্দেশ্যে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তিনি যদি এগুলো আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের সকল সমস্যা যা বিভিন্ন সময় মাথাচাড়া দেয় তা প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার দ্বারা নিজেদের গণ্ডির মধ্যে থেকে তার সমাধান হতে পারে। এই তিন দিনে আমি এটি বুঝেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত এক ইমামের ইশারায় পরিচালিত একটি সুশৃঙ্খল জামা'ত। ইসলামের এই সুন্দর শিক্ষা মেনেই আমরা আজকে এক জামাতে পরিণত হতে পারি। তিনি দোয়ার অনুরোধ করছেন যে, দোয়া করুন আমাদের দেশে যেন আল্লাহ্ তা'লা শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন আর সত্যিকার ইসলাম যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

হন্ডুরসের একজন সাংবাদিক মানোলো জোসেস এসকোটো বলেন, টিভি চ্যানেলের সাথে তিনি যুক্ত। আমাকে যখন একটি মুসলমান জলসায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয় আমার হৃদয়ে ঔৎসুক্য জাগে। কেননা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মুসলমানদের সম্পর্কে বাজে এবং নেতীবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা হয় কিন্তু আমি জোর কণ্ঠে এ কথা বলতে চাই যে, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হল জ্ঞানের স্বল্পতা, আমার মত সহস্র সহস্র মানুষ আছে যারা ইসলাম মুসলমানদের প্রকৃত শিক্ষা এবং আবেগ সম্পর্কে অবহিত নয়। এখন আহমদীয়া মসলিম জামা'তের কল্যাণে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। জলসা সালানার পরিবেশে থেকে আমি এ কথা বুঝতে পেরেছি যে মানুষের সম্পর্কে কোন বিদ্বেষভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে জানা আবশ্যক। জলসা সালানার মূল বার্তা হল শান্তির বার্তা, যা সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছা উচিত। অনুরূপভাবে ভাল সহানুভূতিশীল এবং সম্মানিত মানুষের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে, তারা সকল মেহমানের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রেখেছিল।

গুয়েতেমালার গালাডিস রামারিয নামে একজন মহিলা সাংবাদিক বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের জলসায় যোগদান করে ভীষণ আনন্দিত। আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা দুরীভুত হয়েছে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ যে জলসার সকল যোগদানকারীরা আমার সাথে পরম ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছে। মহিলা হিসেবে কোন মুহূর্তে আমি অনুভব করিনি যে, আমি ঘর থেকে দূরে এবং একা, পক্ষান্তরে এখানে আমি নিজেকে নিরাপদ এবং অন্যদের দৃষ্টিতে সম্মানিত অনুভব করেছি। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালোবাসার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে সাক্ষাতে এমন মনে হয়েছে যে এরা পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং সহানুভূতিশীল। ভাষা ভিন্ন ভিন্ন বললেও তাদের ব্যবহারিক আচরণ ভাষার দূরুত্বকে ঘুঁচিয়ে দিয়েছে। আমি এই শান্তিপূর্ণ ইসলামী সমাজে খুবই প্রভাবিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা সত্যিকার অর্থে শান্তি এবং নিরাপত্তার ভিত রচনা করছে।

সেখান থেকে একটা টিভি চ্যানেলের ফোটোগ্রাফার এসেছেন, তিনি বলেন, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। সাধারণ কর্মী থেকে আরম্ভ করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সবাই শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করেছে। জলসার ব্যবস্থাপনা এবং বক্তৃতা আমার অন্তরাত্মাকে আলোকিত করেছে। কার্যত আপনারা এটিই স্পষ্ট করেছেন যে, সত্যিকার মুসলমান কে? ২০১৫সনে জামাতের সাথে আমি পরিচিতি হই আর এখানে এসে বুঝতে পেরেছি যে আমি আমার ঘরেই অবস্থান করছি, মানুষ হিসেবে সবার দায়িত্ব হল সবার প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করা এবং অভাবীদের সাহায্য করা। তিনি বলেন, এই জলসায় আমি এটি শিখেছি যে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে কাজ করলে অসাধারণ কাজ করতে পারি।

মেক্সিকো থেকে একজন নতুন বয়আতকারীনী এলিযাবেথ পেরিরা সাহেবা বলেন, আহমদী হয়েছি মাত্র এক পূর্বে। ইসলাম সম্পর্কে আমি শিখছি। এটি এমন এক ধর্ম যা আমাদের দেশে ভালো দৃষ্টিতে দেখা হয় না, এর কারণ হল প্রচার। এরজন্য দায়ী হল প্রচার মাধ্যম কিন্তু আমি জানি ইসলাম শান্তির ধর্ম কিন্তু আমার ঘরের লোক এখানে আমাকে আসতে বাধা দিচ্ছিল আর ভয় দেখাচ্ছিল কিন্তু এখানে আসার পর আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পেয়েছি। বিমান বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো থেকে আরম্ভ করে জলসা সালানার তিন তিন পর্যন্ত সেচ্ছাসেবীদের যে আবেগ এবং ব্যবহার দেখেছি, এতে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত। আমার হৃদয়ে জামাতের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন সন্দেহ বাকী নেই। যে ধরণা হৃদয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেগুলো মেক্সিকো গিয়ে আমি প্রয়োগ করব এবং মানুষের কাছে জামাতে আহমদীয়ার বাণী পৌঁছাব ।

মেক্সিকোর একজ নতুন বয়আতকারিনী লরা ব্রিতো সোবার্নিস সাহেবা বলেন, সেচ্ছাসেবীরা কখনও কখনও আমার কথা বুঝত, কিন্তু এখানে এসে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ভাষার দূরত্ব আহমদীদের সম্পর্কের মাঝে বাদ সাধতে পারে না। আল্লাহর ভালোবাসা আমাদেরকে এক সূত্রে গ্রোথিত করেছে। আমার মনে হচ্ছিল যে আমার পরিবারের সদস্যদের সাথেই আছি। খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তব্য শুনে আমি আমার মাঝে কি দুর্বলতা আছে তা খতিয়ে দেখিছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি সঠিক স্থানে এসেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। আমার আন্তরিক বাসনা হল যেভাবে আমার ঈমান দৃঢ়তা লাভ করেছে, আমার পরিবারের সদস্যরাও যেন ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখায় এবং তাদের ঈমানও দৃঢ় হয়।

এরপর রয়েছে আযীয সাহেব, তিনি ক্যমরুনের অধিবাসী। তিনি বলেন, গত বছরও জলসায় যোগদান করেছিলাম। এবার সকল বিভাগই পূর্বের চেয়ে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে, পরিবহন ও আবাসিক ব্যবস্থা খুবই ভাল ছিল। খাবারের ব্যবস্থাপনা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এত বড় জনসমাগমকে দুই ঘন্টায় খাবার খাওয়ানোর কাজ শেষ করা হয়। কোন ঝগড়া হয় না, কোন হৈ-হুল্লোড় হয় না। সবাই যথা সময় জলসার স্থানে যায় এবং অনুষ্ঠান শুনে। এটি এক বিশেষ দিক যা জাগতিক অনুষ্ঠানমালায় দেখা যায় না। খোদ্দামরা যেমন আবেগ, প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার ভিত্তিতে কাজ করে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। যে জামাতের কাছে এমন নিবেদিত প্রাণ মানুষ আছে তারা সব সময় উন্নতি করে। এই অধম পেশায় একজন সাংবাদিক, এম.টি.এ. এর স্টাফের সাথে আমার মিটিং হয়, সেখানেও খুব ভালো লেগেছে, আমাদের প্রয়োজনে সব কিছু উপলব্ধ ছিল। এই সমস্ত বস্তুগুলি পৃথিবীর প্রাইভেট এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানেও পাওয়া যায় না। জামাতের বাণী অন্যদের কাছে কীভাবে পৌঁছায়, তার ধারণা পেয়েছি আমি অ-আহমদী মেহমানদের প্রতিক্রিয়া শুনে। সবাই জামাতের প্রেম প্রীতি এবং ভালোবাসাপূর্ণ শিক্ষার প্রশংসা করেছে। ইনি আরো বরছেন, মহিলাদের মাঝে খলীফায়ে ওয়াক্ত যে বক্তৃতা করেছেন তা আমাদের নব প্রজন্মের সুশিক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোসাল মিডিয়ার ব্যবহার কীভাবে করা উচিত এই বিষয়গুলো সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। আমাদের শিশুদেরকে এই পরিবেশ থেকে যদি আমরা রক্ষা না করি তারা মানবিকতা এবং ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে যাবে। এই শিক্ষা আমাদের অবলম্বন করতে হবে। তিনি আরো বলেন 'ফাহশা' শব্দের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে শেষ বক্তৃতায় তা খুবই প্রভাব বিস্তারী ছিল। এর অর্থ শুনে এমন মনে হয়েছে যে, আমরা সবাই এমন পাপে লিপ্ত। অনেকে এমন আছে যারা নেক আখ্যায়িত হয়, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাদের কর্ম নেক বা পুত নয়। যদি খলীফায়ে ওয়াক্তের এই তফসির বুঝি আর এটিকে কাজে রূপায়িত করি, তবে আমরা নতুন প্রজন্মকে পবিত্র এবং স্বচ্ছ সমাজ দিতে পারি। 'ফাহশা' শব্দের এই ব্যাখ্যা আমাকে আলোড়িত করেছে। এটি এমন উত্তম একটি কথা যা আমি জীবনের অংশ বানিয়ে রাখব। বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখেছি, জামাতের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। যে সব জাতি নিজেদের ইতিহাস ভুলে না তারা সব সময় উন্নতি করে। রিভিউঅব রিলিজিয়ন্স একশ বছরেরও অধিক সময় ধরে প্রচার করে চলেছে, যার সূচনা করেছিলেন জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা। আমি রীতিমত এটি পাঠ করি, খুবই উন্নত মানের প্রবন্ধ এতে লেখা হয়ে থাকে। হিউম্যানিটি ফার্স্টের সেবাও অতুলনীয়।

আইসল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের এক ভদ্র মহিলা এমিলিতা ওরডোনেয বলেন, জলসায় যোগদানের ফলে আমার জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আর জামাতে আহমদীয়াকে আমি ভালভাবে বুঝতে আরম্ভ করেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের সাথে মেলামেশা, তাদের সাথে কথা বলা ছিল খুবই আকর্ষণীয়। সর্বত্র শান্তি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভুত হয়েছে। জলসার বক্তৃতাগুলো ছিল ঈমানোদ্দীপক। প্রদর্শনী আমি খুবই উপভোগ করেছি। যদিও প্রদর্শনীতে শহীদদের ছবি দেখে দু:খও হয়েছে। এই নির্যাতন নিছক ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে করা হয় এবং করা হয়েছে। তৃতীয় দিন বয়আতের অনুষ্ঠান হৃদয়ের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। অনেক বিষয়াদিএবং ভাবাবেগ ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

মেসোডোনিয়া থেকে একজন সাংবাদিক টৌনি সাহেব এসেছেন। তিনি বলেন, জলসায় যে কথার সবচেয়ে বেশি প্রভাব গ্রহণ করেছি তা ছিল খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তৃতা। বিশেষ করে সন্তানের তরবিয়তের প্রেক্ষাপটে তাঁর বক্তৃতা। শিশুদের তরবিয়ত এবং তত্ত্বাবধানের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। বিশেষ করে মোবাইল ইত্যাদির কথা তিনি উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই সমস্ত বিষয়াদি কীভাবে পরিবারের অখণ্ডতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রমাণিত হচ্ছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক বার্তা ছিল। পৃথিবীর সব পরিবার এই সমস্যার সম্মুখিন। যদি পরিবার হিসেবে একতাবদ্ধ না থাকে, পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক না থাকে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, এরফলে পুরো সমাজের একতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় আর উন্নত ভবিষ্যতের তখন কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

ফিলিপাইন থেকে টেলিভিশন চ্যানেল এ.বি.এস-সি.বি.এন- এর প্রসিদ্ধ মর্নিং শো'র সঞ্চালক বলেন, আমার জীবনে প্রথমবার আমি এত বড় সংখ্যায় বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মানুষকে এক জায়গায় সমবেত পেয়েছি। প্রত্যেক ব্যক্তি সে যে দেশেরই অধিবাসী হোক না কেন,তারা পরস্পরকে জানুক বা না জানুক পরস্পরকে দেখে হাসিমুখে সালাম করত। সবচেয়ে বড় কথা হল এখানে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য হল শুধু ভালবাসা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রচার। সাংবাদিক হিসেবে সহস্র জলসা দেখার সুযাগ হয়েছে, যত শান্তি, ধৈর্য ও শৃঙ্খলার সাথে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এ দৃষ্টান্ত পূর্বে কখনও দেখিনি। সেচ্ছাসেবীরা এমন ভালোবাসার সাথে আমাদের সম্মান করেছে, আমাদের সকল চাহিদা পুরণ করেছে যে, আমার হৃদয়ে তা গভীর প্রভাব ফেলেছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কথা হোক বা গরম দুরীভূত করার জন্য শরবত পান করানো হোক, ছোট ছোট শিশুরা বড় কষ্ট করে এই দায়িত্ব পালন করছিল। আমি খুবই আনন্দিত যে, জলসায় যোগদান করেছি। জলসা আমার অন্তরকে পূর্বের চেয়ে বেশি খুলে দিয়েছে। আমাকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দিয়েছে। এদিক থেকে জলসা আমার হৃদয়ে একটা মাইলফলকের মর্যাদা রাখে। একটা নতুন সংস্কৃতি এবং সভ্যতা দেখার সুযোগ হয়েছে যা ফিলিপাইনি সংস্কৃতি থেকে পৃথক।

এরপর রয়েছে গ্রীক অতিথি মার্সিয়া মার্টিনস বলেন, ৩৮ হাজার মানুষ যারা শান্তির জন্য দোয়া করে, তাদের অংশ হওয়ার হওয়ার এমন অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করা একেবারেই অসম্ভব। জলসার সময় যে, প্রেম এবং

খুতবার শেষাংশ ৯ পাতায়.....

বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যের মধ্যে শান্তির বার্তা

২৩শে নভেম্বর ২০১৫ হিলটন হোটেল, টোকিও, জাপান ভাষণ

পটভূমিকা

২৩ শে নভেম্বর ২০১৫ বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ সাহেব খলিফাতুল মসীহ্‌ পঞ্চম (আইঃ) জাপানের টোকিওর ওডায়বার হিলটন হোটেলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত একটি সম্বর্ধনা সভায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে ষাটেরও বেশি অতিথিরা অংশ গ্রহণ করেন। এই সম্বর্ধনা সভায় সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হিরোশিমা ও নাগাশাকীর উপর নিউক্লিয়ার বোমা হামলা সম্পর্কে হুজুর (আইঃ) নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের পূর্বে দু'জন অতিথি বক্তা জনাব ডাঃ মাইক সাটা ইয়াসুহিকু পি.এইচ.ডি, চেয়ারম্যান টোকিও গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং ২০১১-র ভূমিকম্প এবং সূনামীতে সর্বাধিক প্রভাবিত এলাকা টোহোকো থেকে নির্বাচিত জনাব এ্যান্ডু সেনিচিও বক্তব্য পরিবেশন করেন।

তাশাহুদ, তাউ'য এবং তাসমিয়াহ্‌ পাঠের পর হযরত আমিরুল মোমিনিন খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আইঃ) সম্মানীয় অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলেন,- আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সবার উপর শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক। আমি এই সুযোগে সর্বপ্রথম আমাদের অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আজকের অধিবেশনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখানে এসেছেন। বর্তমানে আমরা খুবই কঠিন এবং বিপদ সঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে দিনাতিপাত করছি। যেখানে পৃথিবীর অবস্থা খুবই ভয়াবহ। পৃথিবীকে গ্রাস করা নৈরাজ্য ও অশান্তি আজ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের রাস্তায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুসলমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখবো যে, বেশ কয়েকটি দেশের সরকারতাদের সাধারণ নাগরিকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত। অর্থহীন সংঘর্ষ এবং রক্তপাত এ সব দেশের জাতিগত কাঠামোকে ধ্বংস করছে। এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি এর অবৈধ ব্যবহার করছে এবং কিছু এলাকা করতলগত করে নিজেদের নাম সর্বস্ব সরকার গঠন করে বসেছে। তারা খুবই ঘৃণ্য ও বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে শুধু নিজেদের দেশেই অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছে না বরং আজকে তারা ইউরোপেও পৌঁছে গেছে এমন নৃশংসতার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হল প্যারিসের হামলা।

পূর্ব ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, রাশিয়া আর ইউক্রেন এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশগুলির আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ক্রমশঃ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এছাড়া সম্প্রতি একটি আমেরিকী যুদ্ধ জাহাজের দক্ষিণ চীন সাগরে গিয়ে পড়ার ফলে যুক্ত রাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আপনারা এটিও জানেন যে, চীন এবং জাপানের মাঝে বিতর্কিত দ্বীপ নিয়ে বিতন্ডা রয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তানের মাঝে কাশ্মীর সমস্যা একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর সমাধানের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অনুরূপভাবে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মাঝেউত্তেজনা আঞ্চলিক শান্তিকে পদদলিত করে রেখেছে।

আফ্রীকার কিছু উগ্রপন্থী সংগঠন বেশ কিছু অংশে কব্জা ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ব্যাপক হারে সেখানে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করলাম যা পৃথিবীতে আজকাল সংঘটিত হয়ে চলেছে। নয়তো অশান্তি এবং নৈরাজ্যের এমনই আরোও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সুতরাং একমাত্র সিদ্ধান্তে যা উপনীত হওয়া যায় তা হল বিশ্ব এখন সহিংসতা ও নৈরাজ্যের কবলে আক্রান্ত। আধুনিক যুগের যুদ্ধের ক্ষেত্র বিগত যুগ অপেক্ষা ব্যাপকতর। পৃথিবীর কোন একটি অংশের বিশৃঙ্খলা আজ আর সেই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না বরং এর কুপ্রভাব ও ফলাফল অন্যান্য দেশসমূহকেও প্রভাবিত করছে। প্রচার মাধ্যমের উন্নতি এবং গণমাধ্যমসমূহ আজ পৃথিবীকে একটি বিশ্বপল্লীর রূপদান করেছে। পূর্ব যুগে যুদ্ধ শুধুমাত্র সেসব এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব ছিল যারা সরাসরি যুদ্ধের সাথে জড়িত। কিন্তু এখন প্রতিটি সংঘর্ষের ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক রূপ নিচ্ছে। সত্যিকার অর্থে বেশ কয়েক বছর ধরে আমি বিশ্বকে সতর্ক করে আসছি যে, তাদের সাবধান হওয়া উচিত-এক অঞ্চলের যুদ্ধ অন্য অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে।

বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হওয়া দুটো বিশ্বযুদ্ধের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা জানতে পারবো যে, সে সময়ের অস্ত্র-শস্ত্র আজকের যুগের মত এতটাই বিধ্বংসী ছিল না। তা সত্ত্বেও বলা হয় যে, প্রায় সাত কোটি মানুষ শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। আর যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের অধিকাংশই ছিল নিরীহ বেসামরিক মানুষ। তাই আজকের ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানী অকল্পনীয় হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার কাছে যা পরমানু অস্ত্র ছিল তা আজকের যুগের পারমণবিক অস্ত্রের ন্যায় ধ্বংসাত্মক ছিল না। তাছাড়া আজকে শুধু পরাশক্তির কাছেই পারমাণবিক বোমা নেই বরং অনেক ছোট ছোট দেশের কাছেও সেই পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। বিশ্বের পরাশক্তিগুলি হয়তো এমন অস্ত্র প্রতিরোধক হিসাবে রাখে কিন্তু ছোট ছোট দেশগুলি যে এভাবে নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আমরা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি না যে তারা কখনো পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করবে না। তাই এটা স্পষ্ট যে পৃথিবী একটা ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আপনাদের দেশকেও এক অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞ ও বিনাশ লীলার দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। যখন আপনাদের লক্ষাধিক নিরপরাধ দেশবাসীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং পরমাণু বোমার আঘাতে আপনাদের দুটি শহরকে এভাবে বিনাশ করে দেওয়া হয়েছিল যার কারণে মানবতা আজ লজ্জিত। জাপানী জাতি নিজেদের এমন করুণ পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে তারা এটা কখনই চাইবে না যে, এ রকম আক্রমণ জাপান অথবা বিশ্বের অন্য কোথাও আবারও করা হোক। আপনারা এমন জাতি যারা পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আপনারা এটিও অবগত আছেন যে, এ রকম বিধ্বংসী অস্ত্র হতে উৎপন্ন কুপ্রভাব এবং কু-ফলাফল শুধুমাত্র একটি প্রজন্ম অবধিই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং আগামী প্রজন্ম ও এতে প্রভাবিত হতে থাকে। আপনারা পরমাণু অস্ত্রের নজির বিহীন কুপ্রভাব অনুভব করতে পারেন। সুতরাং জাপানীদের অপেক্ষা এমন কোন জাতি নেই যারা বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতির গুরুত্বকে বেশি উপলব্ধি করতে সক্ষম।

সৌভাগ্যক্রমে জাপান আজ সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে একটি পরম উন্নত জাতি হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। তাই আপনাদের অতীতের ইতিহাসকে সামনে রেখে আপনাদেরকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তীতে জাপানের উপর এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যার কারণে আপনারা আন্তর্জাতিক স্তরে কুটনৈতিক উপায় নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে অপারগ। তা সত্ত্বেও আপনাদের দেশ আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনে এবং রাজনৈতিক বিষয়াদীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আপনারা আপনাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে আন্তরাষ্ট্রীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যের মধ্যে শান্তির বার্তা চেষ্টা করা উচিত।

এবছর ইতিহাসের এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের সত্তর বছর পূর্ণ হচ্ছে। যখন কিনা হিরোশিমা এবং নাগাশাকির উপর পরমানু বোমা আক্রমণের দ্বারা আপনাদেরকে ধ্বংস, কষ্ট ও অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছিল। যেহেতু আপনারা এই ধ্বংসযজ্ঞ ও বিনাশলীলার সঠিক মূল্যায়ন নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংগ্রহশালা তৈরী করেছেন আর যেহেতু আনবিক বোমা আক্রমণের বহু প্রভাব আজও প্রকাশিত হচ্ছে তাই জাপানী জাতি যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ভয়াবহতা সম্পর্কে বেশি সচেতন।

যেভাবে আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে, আপনাদের উপরে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনার একটা দিক

এটাও যে, যুদ্ধ পরবর্তীতে জাপানের উপর অপ্রয়োজনীয় এবং স্বেচ্ছাচারীতামূলক নিষেধাজ্ঞা অরোপ করা হয়েছিল। বহু দশক পরেও এসব নিষেধাজ্ঞা ও ভয়াবহ পরিণাম আজ একটি স্থায়ী স্মারকে পরিণত হয়ে থাকবে।

জাপানের উপর পরমাণু হামলার সময় দ্বিতীয় খলিফা যিনি তৎকালীন জামাতে আহমদীয়ার প্রধান ছিলেন এই আক্রমণের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে বলেন-

“আমাদের ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষার আমাদের কাছে দাবী হল সারা পৃথিবীর সামনে স্পষ্টভাবে একথা বলা যে, আমরা এই বর্বরতা এবং রক্তপাতকে কোন ভাবেই বৈধ মনে করতে পারি না। এতে অনেক সরকার হয়তো আমার সঙ্গে সহমত হবে না। কিন্তু আমি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না”। তিনি আরো বলেছেন যে,ভবিষ্যতে এসব যুদ্ধ বন্ধ হবে বলে তিনি মনে করেন না। বরং এর ফলে আরও যুদ্ধ, সংঘর্ষ এবং ধ্বংসযজ্ঞ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আজকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী একশতভাগ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও সরকারীভাবে এখনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়নি কিন্তু বাস্তবে একটা গৃহযুদ্ধ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। পৃথিবী জুড়ে আজ নারী-পুরুষ এমনকি বাচ্চাদের অবধি খুবই নির্মমভাবে অত্যাচারের নিশানায় পরিণত করা হচ্ছে এবং চরম নিষ্ঠুরতার দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

যতদূর আমাদের সম্পর্ক, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাত সব সময় সকল প্রকার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি। পৃথিবীর যেখানেই তা হোক না কেন, কেননা ইসলামি শিক্ষার দাবি হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং যারা সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং যাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের সাহায্য করা। আমি ইতি মধ্যেই বলেছি যে, দ্বিতীয় খলিফা (খলিফাতুল মসীহ সানী) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের উপর হওয়া নিউক্লিয়ার বোমা হামলার কিভাবে তীব্র নিন্দা জানিয়ে ছিলেন। এছাড়া খুবই প্রসিদ্ধ এবং সুপরিচিত একজন আহমদী মুসলমান যার বিশ্বাঙ্গনে প্রভাব ছিল, তিনি জাপানের জনসাধারণ এবং জাপানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। আমি স্যার চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের কথা বলছি। যিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পরে জাতি সংঘের জেনারেল এ্যাসেম্বলীর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি বিশ্বের কিছু দেশের সমালোচনা করে বলেছেন, তোমরা অন্যায়ভাবে জাপানের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছো। ১৯৫১ সালে সানফ্রান্সিস্‌কো-তে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব বলেন “জাপানের সাথে শান্তির ভিত্তি ন্যায়বিচার এবং মীমাংসার উপর রাখা উচিত, প্রতিশোধ এবং জুলুম অত্যাচারের উপর নয়। ভবিষ্যতে জাপান নিজের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা তাদের অসাধারণ উন্নতির পূর্ব লক্ষণ। আর জাপান শান্তি প্রিয় জাতি গুলির মাঝে অসাধারণ ভূমিকা পালন করবে যা তাদের অসাধারণ উন্নতির পূর্বলক্ষণ। আর জাপান শান্তিপ্রিয় জাতিগুলির মাঝে অসাধারণ ভূমিক পালন করবে।”

তাঁর বক্তৃতার ভিত্তি ছিল কোরাআনের শিক্ষাবলী এবং রসূল করীম (সাঃ) এর জীবনাদর্শের উপর। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার ভিত্তিতে তিনি বলেন যে, যে কোন যুদ্ধে বিজয়ীদের কখনো অন্যায় করা উচিত নয় এবং বিজিত জাতির উপর অনর্থক বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয় । চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব এই ঐতিহাসিক মন্তব্য জাপানের পক্ষে করেছেন কেননা একজন আহমদী হিসাবে তিনি শুধু পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বই করছিলেন না বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি ইসলামের উৎকৃষ্টতম আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

বার্তা যেভাবে আমি আগেও বলেছি যে, আপনারা এমন জাতি যারা যুদ্ধের পরিণতি ও নিষ্ঠুরতা কেমন হয় তা অন্যান্য জাতিগুলি অপেক্ষা বেশি অনুধাবন করতে পারেন। তাই সকল ক্ষেত্রে, সকল পর্যায়ে জাপান সরকারের সর্বপ্রকার অমানবিক কার্যকলাপ, জুলুম এবং অত্যাচারকে দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। তাদের এটি নিশ্চিন্ত করা উচিত যে, যে ভয়ানক আক্রমণ ও নৃসংশতা হয়েছে ভবিষ্যতে তা যেন আর কোথাও পুনরাবৃত্তি না হয়। যেখানেই যুদ্ধের লেলীহান শিখা ঘনিয়ে আসে জাপানী নেতৃবৃন্দকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। যতদূর ইসলামের সম্পর্ক, কিছু মানুষ একে উগ্রপন্থার ধর্ম মনে করে থাকে। নিজেদের কথার স্বপক্ষে তারা যে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে থাকে তা হল মুসলমান বিশ্বে সন্ত্রাস ও যুদ্ধের কোন শেষ নেই। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। সত্যি বলতে কি শান্তি সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষার এ বিশ্বে কোন তুলনাই হয় না। এ কারণেই দ্বিতীয় খলিফা এবং চৌধুরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব স্পষ্টভাবে আপনাদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন।

আমি এখন খুব সংক্ষেপে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ইসলামের একটি প্রাথমিক নীতি হল এই যে, কোন যুদ্ধ যা ভৌগলিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য করা হয়ে থাকে বা কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসে হয়ে থাকে তা কোনভাবেই বৈধ হতে পারে না। এছাড়া কোরআন করীমের সূরা আল নহল এর ১২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা’লা বলেন, যুদ্ধের সময় যে কোন শাস্তি অপরাধের অনুপাতে হওয়া উচিত এর থেকে বেশি নয়। কোরআন বলে যে, যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা উচিত।

অনুরূপভাবে কোরআন করীমের সূরা অনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা’লা বলেছেন যখন দুটি পক্ষের মধ্যে ফাটল তৈরী হয় এবং মানুষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে এবং বিরোধী পক্ষ মীমাংসা চায় তখন প্রথম পক্ষের উচিত তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং অল্লাহর উপর নির্ভর করা । কোরআন বলে যে, কোন পক্ষের অভিসন্ধির উপর কখনও কু-ধারণা পোষণ করা উচিত নয় বরং সব সময় মীমাংসার উপায় অন্বেষণ করা উচিত।

কোরআনের এই শিক্ষাই হল আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি মৌলিকনীতি।

সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা’লা বলেছেন যে, কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের একথায় প্ররোচিত না করে যে তোমরা ন্যায়বিচার করো না বরং ইসলাম তো এই শিক্ষা দেয় যে, সকল পরিস্থিতিতেই সে পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন তোমাকে সুবিচার করা উচিত এবং ন্যায়-বিচারের পক্ষ নেওয়া উচিত। সুবিচারই সম্পর্কের মাধুর্য্যের কারণ হয়। এবং মনোমালিন্য দূরীভূত করে যুদ্ধের কারণগুলি প্রশমিত করে। সূরা নূরের ৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা’লা বলেন যুদ্ধের পরে যদি যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তির জন্য তাদের উপর আর্থিক জরিমানা আরোপ করো তাহলে শর্তগুলি ন্যায় সম্মত হওয়া উচিত। যাতে তারা সহজ ভাবে তা পরিশোধ করে দিতে পারে। আর যদি তারা কিস্তিতে দিতে চায় তাহলে এটিও উত্তম পদ্ধতি।

শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সোনালী নীতির কথা সূরা আল হুজুরাতের ১০ নম্বর আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা’লা বলেছেন যে, যদি দুটি দল অথবা জাতির মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন তৃতীয় কোন পক্ষের মধ্যস্থতায় শান্তিপূর্ণ সমাধানে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর কোন জাতি যদি অন্যায়ভাবে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তাহলে অপরাপর জাতিগুলির সম্মিলিত ভাবে প্রয়োজনে আগ্রাসী জাতিকে দমনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু আগ্রাসী জাতি যদি যুদ্ধ পরিহার করে তাহলে তাদের উপর অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয় বরং তাদেরকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম জাতি হিসাবে উন্নতির সুযোগ দেওয়া উচিত। আজকের বিশ্বে এই নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বিশ্বের পরাশক্তিগুলির জন্য এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির জন্য- যেমন জাতিসংঘের জন্য এই নীতি অসাধারণ গুরুত্ব রাখে । তারা যদি এই নীতির অনুসরণ করে তবেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর অনর্থক যে মনোমালিন্য ও অশান্তি আছে তা এর ফলে দূরীভূত হবে।

কোরআনে এভাবে আরও বহু জায়গায় বলা হয়েছে যে, কিভাবে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং যুদ্ধ ও সংঘর্ষকে প্রশমিত করতে হয়। আমাদের

বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যের মধ্যে শান্তির বার্তা দয়ালু এবং প্রাচুর্য দানকারী খোদা শান্তির চাবিকাঠি আমাদের দান করেছেন। কারণ, তিনি চান যে, তাঁর সৃষ্টরা শান্তিপূর্ণ সহবস্থান করুক এবং তাদের মধ্যেকার মনোমালিন্য ও মতপার্থক্য দূরীভূত হোক।

সুতরাং এই কথাগুলির সাথে আমি আপনাদের নিকট আবেদন জানাই যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেখানে সম্ভব আপনারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। যেখানে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হয় আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হবে ইনসাফের পক্ষে দন্ডায়মান হওয়া ও শান্তি

শেষাংশ শেষের পাতায়..........

খুতবার শেষাংশ .....

ভালোবাসার অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা সত্যিই প্রভাব বিস্তারি ছিল, যা আমার আশায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকা সত্ত্বেও সহনশীলতা ও পারস্পরিক উদারতার মাধ্যমে কিভাবে বিশ্ব-শান্তির নতুন যুগে প্রবেশের শক্তি রাখে, যা থেকে মানবতার উন্নতিতে এই উৎকৃষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়।

এরপর কানাডা থেকে আদিবাসী লোকদের প্রতিনিধি দলও জলসায় যোগদান করে। তারা জলসায় বড় বড় তাদের ঐতিহ্যবাহী মুকুট পড়ে রেখেছিল। এরা গোত্রে বাস করে। তাদের তিন গোত্রের এবং একজন যুব নেতা আসে, যুব নেতা ম্যাক্স ফেন্ডে বলেন, জলসা সালানায় খোদ্দামদের সেচ্ছাসেবামূলক সেবা আমাদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা ফিরে গিয়ে অচিরেই আহমদী যুবক এবং আদিবাসি ইউথের এক যৌথ অনুষ্ঠান করব। আহমদী যুবকদের মত এত শৃঙ্খলা কোন জাতিতে আমরা দেখি নি। যে দক্ষতার সাথে তারা দায়িত্ব পালন করে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

খোদ্দামরা এ কথা স্মরণ রাখবেন যে, এই প্রশংসা তাদের যেন অধিক খিদমতের প্রতি মনোযোগী করে।

একজন চীফ রজার রেডম্যান বলেন, আমার ধুমপানের অভ্যাস অনেক বেশি আর তামাক আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি, আমাদের গোত্রের লোকদের বৈশিষ্ট্য হল ধুমপান এবং তামাক ব্যবহার আদিবাসি লোকদের ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের বিশ্বাস, তামাক ব্যবহার আধ্যাত্মিকতার উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। কিন্তু জলসা সালানায় খলীফায়ে ওয়াক্ত যখন জামা'তের সদস্যদের বলেন যে, ধুমপান থেকে বিরত থাকতে হবে তখন চীফ বলেন আমিও অঙ্গীকার করি আর তিনি বলেন যে, আমি জলসার দিনগুলোতে সিগারেট পান বা ধুমপান করা থেকে বিরত থাকব আর তিনি নিজের অঙ্গীকারে তিনি প্রতিষ্ঠিতও থাকেন।

এতে আহমদীদের জন্য শিক্ষনীয় দিক রয়েছে বরং কেউ কেউ আমাকে বলেন, দশ-বারো ঘন্টার যে ফ্লাইট হয়ে থাকে তাতেও ধুমপান মুক্ত এলাকা থাকে। পুরো জাহাজে ধুমপান করা যায় না, তখনও মানুষ ধুমপান মুক্ত থাকে তো জলসায় ধৈর্য ধারণ করলে সওয়াবও হবে।

তিনি আরো বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তৃতা শোনার পর আমার অভিমত এই যে, ইসলামী শিক্ষা যদি ভালোবাসা, শান্তির প্রসার এবং মানবতার প্রতি সহানুভূতি হয়ে থাকে, যেভাবে তিনি তার বক্তৃতায় বর্ণনা করেছেন, তবে অবশ্যই আমি একজন আহমদী হওয়া পছন্দ করব। চীফ এটিও বলেন, এমন কোন অঙ্গীকার করার পূর্বে নিজেদের জৈষ্ঠ্যদের সাথে পরামর্শ করবেন, কেননা তারা নিজেদের ঐতিহ্যকেও রক্ষা করে চলেন।

আদিবাসীদের একজন চীফ বা প্রধান হলেন লি ক্রো-চাইল্ড। তিনি বলেন, যে ভালোবাসা এবং সম্মান এ জলসায় পেয়েছি তা আমাদের শত শত বছর পুরোনো শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যেভাবে আমরা পরস্পরের সাথে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশে বসবাস করি। আমাদের সকল চাহিদা পুরণ করা হয়েছে। আমেরিকা বাসী মুসলমানদের সম্পর্কে একটি চিন্তাধারা পোষণ করে। আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গী কানাডিয়ানদের রয়েছে, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হল- আমাদের কিছু মানুষ মুসলমানদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখে না। কিন্তু এখন আমি মনে করি যে, আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের শত্রু। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে আমি দেখেছি এরা পরস্পরের সাথে ঝগড়াও করে না আর বিতর্কেও লিপ্ত হয় না আর পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন কথাও বলে না।

অতএব, মানুষের এই উত্তম আদর্শ সবাইকে প্রভাবিত করে।

স্পেন প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত এমিনো লোপেয সাহেব বলছেন যে, প্রথমবার জলসায় যোগদান করেছি, জামাতে আহমদীয়ার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জলসা খুবই আকর্ষণীয় ছিল, যা ছিল অন্যের জন্য সহনশীলতা শান্তি এবং ভালোবাসার বার্তা। এছাড়া অন্য ধর্ম এবং মানুষের মূল্যায়নের এক অভিনব বার্তা রয়েছে। আহমদীয়াতের দৃষ্টান্ত জীবিত রাখার যোগ্য। হায়! এই মূল্যবোধ এবং আন্তরিকতা যদি সবার মাঝে সৃষ্টি হত বা সবাই যদি এটি অবলম্বন করত।

স্পেন প্রতিনিধি দলের আরেক ব্যক্তি যিনি করতুবা পত্রিকায় কাজ করেন, তিনি বলেন, পুরো জলসায় যোগদানকারীদের চারিত্রিক আদর্শ এবং উত্তম গুণাবলী বর্ণনা করাই আমার জন্য মূল বিষয়।

স্পেনের আরেক ব্যক্তি বলেন, গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মকে যাচাই করার সুযোগ হয়েছে। আতিথেয়তা ছিল খুবই উন্নতমানের। জলসার বক্তৃতাগুলো খুবই আকর্ষণীয়।

স্পেনের এক ব্যক্তি লেখেন যে, জলসায় যোগদান করে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে সত্যিকার ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাস এবং রক্তপাতের দূরতম সম্পর্ক নেই।

জামাইকা থেকে একজন অ-আহমদী অতিথিনী যোগদান করেন জলসায়। তিনি একজন একাউন্টেন্ট। শিক্ষিতা মহিলা তিনি। তিনি বলেন, গত ৫ বছর থেকে জামাতে আহমদীয়ার সাথে যোগাযোগ রাখি। এ সময়ের ভিতর জামাতের লোকদের সাথে সম্পর্ক এবং পরিচিতি ব্যাপক ছিল, জলসায় যোগদানের পর এ ক্ষেত্রে আরো অনেক ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে মাথায় যে সন্দেহই ছিল তার নিরসন ঘটেছে। পুরুষ ও মহিলারা যে পৃথক পৃথক তাবুতেই ছিল তা আমার ভাল লেগেছে। (একদিকে আপত্তি করে মানুষ কিন্তু তার কাছে এটি ভাল লেগেছে।) আর এ কারণে পৃথক তাবুতে থাকার কারণে মানুষের মনোযোগ নষ্ট হয় না। তিনি নিজের স্বীকা করেছেন যে, এক সাথে থাকলে পুরুষদের চোখ ঠিক থাকে না। তিনি বলেন পুরুষ ও মহিলা পৃথক পৃথক তাবুতে থাকার কারণে মানুষের মনোযোগ নষ্ট হয় না। ইসলাম এবং ইবাদতের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পায় মানুষ। তাই আহমদী নারী যারা কোন প্রকার হীনম্মন্যতায় ভুগছে তাদের এই মন্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

ইতালির প্রফেসার রাফায়েলা বলেন, তিনি একটা স্টাডি সেন্টারের ডাইরেক্টার। বয়আত চলাকালে আহমদীদের যে ঈমানী অবস্থা ছিল তা অন্যরাও অনুভব করেছে। আমি সাইকোলজী পড়েছি। মানুষের চালচলন এবং আচার ব্যবহার থেকে বুঝতে পারি যে এই ব্যক্তি তার ঈমানের দাবিতে কতটা সত্যবাদী। আহমদীদের দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে আপনাদের ঈমানের মান খুবই উন্নত। যখন তিনি জানতে পেরেছেন যে, এ বছর ৬ লক্ষাধিক বয়আত হয়েছে এটি শুনে তিনি বলেন যে, সুখের বিষয় যে মানুষ জামাত ভুক্ত হয়েছে।

ইতালির একজন অতিথিনী একজন প্রাচ্য বিশারদ এবং ভ্যাটিক্যানের একটি পত্রিকার সাংবাদিক। জলসায় এসে জামাতের কাজে বিষয়ে ধারণা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের উচিত পৃথিবীর মানুষকে এমন সুশৃঙ্খল এবং ইসলামী জামাতের সংবাদ দেওয়া। আহমদীয়া মুসলিম জামাত মুসলমানদের মাঝে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। আপনাদের প্রজেক্ট প্রোগ্রাম এবং সেবা মূলক কার্যক্রমের জ্ঞান সবার থাকা উচিত।

বেলোরুশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভাইস রেক্টর সারগাই সাতরাশকি সাহেব বলেন, ধর্ম বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমার ইসলামের ধারণা খুবই অগভীর। (ধর্ম বিশেষজ্ঞ হলেও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প) জলসা সালানায় যোগদান আমার জন্য খুবই মূল্যবান। জলসা সালানায় যোগদান আমার জন্য খুবই মূল্যবান, অবিস্মরণীয়, খুবই কল্যাণকর অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসার কল্যাণে যে সত্য আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে তা হল ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। এই কথাটি আমরা সাধারণত মানুষের কাছে আমরা শুনি কিন্তু সকলে একথা বিশ্বাস করে না। অনেক ক্ষেত্রে তারা ইসলাম সম্পর্কে খুব কম জানে আবার কোথা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে আবার কোথাও ইসলামের অপছন্দনীয় চিত্র মানুষ তুলে ধরে যা একথা বিশ্বাস করতে বাধা দেয় যে ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম, কিন্তু জলসার পরিবেশ সন্দেহের সকল প্রাচীরকে ধরাশায়ী করে। এই মানের কোন অনুষ্ঠানে এমন ধরণের অভিজ্ঞতা আমার প্রথম যেখানে প্রথমবার মুসলানদের পরিবেশকে এত কাছ থেকে মনোযোগসহকারে পর্যবেক্ষন করেছি। জলসা সালানায় অনেক আকর্ষণীয় দিক ছিল। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা জাতীয় পোশাকে এখানে উপস্থিত ছিল। জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা মানুষকে আশ্চার্যান্বিত করে। দুই শ' মানুষের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে যায় কিন্তু ৩৮ হাজার মানুষের ব্যবস্থা তারা কীভাবে করেছে এ বিষয়টি সত্যিই মানুষকে আশ্চার্যান্বিত করে। সকল সেচ্ছাসেবীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে, তারা জলসার সফল ব্যবস্থা করেছে।

সেচ্ছাসেবী ও কর্মীদের প্রসঙ্গে এটিও বলতে চাই যে, এবারও কানাডা থেকে প্রায় একশত চল্লিশ জন খোদ্দাম এসেছে, গোটানোর কাজের জন্য এসেছিল আর তারা ভাল কাজ করেছে। খোদ্দাম ছাড়াও যুক্তরাজ্যের খোদ্দামের পাশাপাশি এরা কাজ করেছে। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ আমি। এছাড়া এ বছর যুক্তরাজ্য তবলীগ ডিপার্টমেন্ট সেমিনার এবং প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের ব্যবস্থা করা ছাড়াও পাঁচটি প্রদর্শনীর আয়োজন করার সুযোগ পেয়েছে। আল কুরআন প্রদর্শনীতে কুরআনের সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ছাপার কুরআন তাতে রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূলে করীম (সা.) সম্পর্কে বক্তৃতা প্রতিযোগিতাও হয়েছে। হল্যান্ডের

রাজনীতিবিদ উইল্ডারের পক্ষ থেকে যেই বিদ্বেষমূলক অভিযান চালানো হচ্ছে সে বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়েছে। অনেক অ-আহমদী অমুসলিম ইউরোপিয়ানরাও যোগদান করেছে। এক ভদ্র মহিলা ক্যাথরিন মের রোহান নামে একজন খ্রিষ্টান বলেন, এক মহিলা হিসেবে আমি মুহাম্মদ (সা.) মহিলাদের সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গী রাখেন তা জানতে আগ্রহী, তিনি এমন এক সময়ে এসেছেন যখন ইউরোপে ছিল সর্বত্র নৈরাজ্য, এমন সময় তিনি এ ঘোষণা করেন যে আমরা যেন আমাদের নারীদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করব। অনুরূপভাবে একবার কোন ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) কে জিজ্ঞেস করে যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সম্মানের যোগ্য কে? তিনি (সা.) বলেন, তোমার মা, সে ব্যক্তি পুনরায় একই প্রশ্ন করে, তিনি পুনরায় বলেন, তোমার মা, তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন যে, তোমার মা। তিনি বলেন এই কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

(সহী বুখারী কিতাবুল আদাব, হাদীস-৫৯৭১)

অনুরূপভাবে তবলীগ বিভাগের আরেকজন অতিথিনী ছিলেন, নাম হল লেনিট গোমিলিয়ন। তিনি বলেন, এ বছর প্রথমবার জলসা সালানায় যোগদানের সুযোগ হয়েছে। আমি মনে করি, এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে কম জ্ঞান রাখে সে যদি জলসা সালানায় যোগদান করে তাহলে জলসার সমাপ্তিতে এ বিষয়ে সে জ্ঞান সমুদ্র নিয়ে ফিরে যাবে।

বিভিন্ন সংবাদ এবং প্রচার মাধ্যমে জলসার যে প্রচার প্রসার হয়, সেক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যম যা করার করেছে, আল ইসলাম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৮লক্ষ ৬২ হাজার বার ভিজিট করা হয়। ভিডিও ২লক্ষ ১৮ হাজার মানুষ দেখেছে। অনলাইন এবং প্রিন্ট পত্র -পত্রিকায় জলসার প্রেক্ষাপটে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে এর সংখ্যা হল ৫৩। রেডিওতে ২০টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। টেলিভিশনে ৪টি। মোট রিপোর্টের সংখ্যা হল ৭০। এর মাধ্যমে ২৬ মিলিয়নের অধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। প্রসিদ্ধ টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেল যারা কভারেজ দিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ছিল বিবিসি টিভি, আইটিভি, আরাবিক কলামিস্ট, ইকোনোমিক্স, এক্সপ্রেস, ইনডিপেন্ডেন্ট, আফিনটেনপোর্স্ট, হেরাল্ড, ক্যাপিটাল রেডিও, অল্টান হেরাল্ড এবং লন্ডন লাইভ। এছাড়াও বিবিসির ১৯টি আঞ্চলিক রেডিও স্টেশনে রবিবার আমাদের প্রতিনিধিদের সময় দেওয়া হয়েছে। এদের মাধ্যমে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ এ আওতায় এসেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিকরা এসেছে তারাও ফিরে গিয়ে নিজেদের পত্র-পত্রিকায় এবং ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় এ প্রেক্ষাপটে খবর এবং তথ্যচিত্র প্রচার করবে।

একটি জাপানী নিউজ এজেন্সির সাংবাদিক বলেন, জলসা সালানার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত। সবার চেহারায় আনন্দ ঝলমল করছিল কিন্তু আন্তর্জাতিক বয়আতের সময় এত বড় সংখক অংশগ্রহণকারী মানুষ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন কাঁদছিল? এ সম্পর্কে পরে তাকে বলা হয় যে আহমদী মুসলমান সবাই আনন্দিত ছিল কিন্তু তখন সবাই কাঁদছিল এইজন্য যে, আহমদীরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল, পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করছিল।

আরেকজন মহিলা সাংবাদিক, মহিলা জলসাগাহ সম্পর্কে বলেন, গতবছর জলসায় যোগদানের সুযোগ হয়েছিল কিন্তু মহিলাদের তাবুতে যেতে পারিনি, এবার মহিলাদের তাবুতে যাওয়া সুযোগ হয়েছে। আমাকে বলতে হবে যে আপনাদের মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত এবং বেশি আকর্ষণীয়, সকল অর্থে তারা স্বাধীন ছিল। নিজেদের জামাতের প্রতি তাদেরকে খুবই নিষ্ঠাবতী মনে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা আমাকে গবীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

আফ্রিকায় জলসার যে কভারেজ হয়েছে তাহল- এবছর ১৫টি টিভি চ্যানেল যুক্তরাজ্য জলসার কার্যক্রম প্রচার করেছে, ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিয়ন, গাম্বিয়া, রোওয়াভা, বুরকিনাফাসোঁ, বেনীন, ইউগাডা, মালী, কঙ্গো, ব্রাজবিল এবং প্রথমবার বুরলি টেলিভিশন জলসার কার্যক্রম প্রচার করেছে। বিভিন্ন সাংবাদিকের ব্যক্তিগত চ্যানেলে নিউজ স্টোরি তারা প্রচার করেছে। মোটের ওপর এর মাধ্যমে ৫০ মিলিয়ন মানুষকে পর্যন্ত আফ্রিকায় জলসার কার্যক্রম দেখানো হয়েছে। এ সম্পর্কে শত শত মন্তব্য এসেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, মানুষ দেখেছে।

যাহোক, এর বৃত্তান্ত দীর্ঘ যা মানুষের মতামতের বিষয়েও রয়েছে আর প্রচার মাধ্যমের বিষয়েও আছে। অন্যান্য বিভাগ যা অসাধারণ প্রভাব ফেলেছে সেগুলি হল- প্রদর্শনী, আরকাইভ, আলহাকামের প্রদর্শনী এবং যার মাধ্যমে জামাতের ইতিহাস মানুষ জানতে পেরেছে। জলসার ব্যবস্থাপনা এবং প্রদর্শনী ইত্যাদিতে যারাই কাজ করেছিল তারা সকলেই ছিল সেচ্ছাসেবী। মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং মতামত থেকে বুঝা যায় যে, এসব সেচ্ছাসেবীরা একটি নীরব তবলীগ করছিল, শিশুরা, পুরুষ, মহিলা সকলেই। এবার মোটের ওপর যারা যোগদান করেছে তারা বলছেন পুরুষ মহিলা উভয় ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলা সব কর্মীদের সম্পর্কে সবাই বলেন যে, অসাধারণ উত্তম ব্যবহার আমাদের চোখে পড়েছে আর সেবার মান ছিল অসাধারণ। তাই জলসায় সকল যোগদানকারীদের খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি এসব কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এদের জন্য দোয়াও করা উচিত। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরকে ভবিষ্যতেও খেদমতের বা সেবার তৌফিক দিন।

আমিও সকল পুরুষ মহিলা কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরকে পুরস্কৃত করুন আর ভবিষ্যতে পূর্বের চেয়ে আরো অধিক সেবার তৌফিক এবং সামর্থ্য দিন, সব সময় আহমদীয়া খেলাফতের তারা যেন সাহায্যকারী হয়, সব কর্মী বা সেবাদানকারী যারা রয়েছেন পুরুষ এবং মহিলা, তাদের আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কেননা খোদা তা'লা তাদেরকে খেদমতের তৌফিক দিয়েছেন। আর খোদার ফযল এবং অনুগ্রহ ছাড়া এই সেবা প্রদান সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'লা সবাইকে আরো বিনয়ী করুন আর এই খেদমত এবং এই প্রশংসার ফলে কোন অহংকার যেন তাদের হৃদয়ে দানা বাধে।

*****❖*****❖*****❖*****

১ম পাতার শেষাংশ....

চরিত্র সাধু পুরুষগণের মোজেযা, অন্য কেহই এরূপ চরিত্রের অধিকারী হইতে পারে না। কেননা যে ব্যক্তি খোদাতালাতে বিলীন হইয়া না যায়, সে আকাশ হইতে শক্তি লাভ করিতে পারে না। এইজন্য এরূপ ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র নৈতিক গুণ অর্জন করা সম্ভবপর নহে। অতএব তোমরা আপন খোদার সহিত পবিত্র সম্বন্ধ সৃষ্টি কর। ঠাট্টা, বিদ্রুপ, দ্বেষ, কুবাক্য, লোভ, মিথ্যা, ব্যভিচার, কাম-লোলুপ দৃষ্টি, কু-চিন্তা, সংসার পূজা, অহঙ্কার, গর্ব, অহমিকা, পাষন্ডতা, কুট-তর্ক ইত্যাদি সব পরিহার কর, তবেই এসব কিছু (নৈতিক গুণাবলী) তোমরা আকাশ হইতে লাভ করিতে পারিবে। যে পর্যন্ত সেই ঐশী শক্তি তোমাদের সহায় না হয়, যাহা তোমাদিগকে ঊর্দ্ধ-দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে এবং যে পর্যন্ত জীবনদানকারী রূহুল কুদুস তোমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট না হয় সে পর্যন্ত তোমরা নিতান্তই দুর্বল এবং অন্ধকারে নিপতিত, বরং প্রাণহীণ মৃত দেহ-স্বরূপ। এই অবস্থায়, না তোমরা কোন বিপদের প্রতিরোধ করিতে পার, না সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের সময় অহংকার ও গর্ব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার এবং প্রত্যেক দিক দিয়া শয়তান ও প্রবৃত্তির কামনার অধীন হইয়া থাক। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে তোমাদের প্রতিকারের একমাত্র উপায় ইহাই যে, স্বয়ং খোদাতালা হইতে অবতীর্ণ রূহুল কুদ্দুস পূর্ণ ও সাধুতার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাইয়া দেয়। তোমরা স্বর্গ-প্রিয় হও, মর্ত প্রিয় হইও না, আলোর উত্তরাধিকারী হও অন্ধকারের প্রেমিক হইও না যেন শয়তানের বিচরণভূমি হইতে নিরাপদ হইয়া পড়। কারণ শয়তান চিরকালই অন্ধকার প্রিয়, আলোকের সাথে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা সে পুরাতন চোর যে অন্ধকারে বিচরণ করে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৪০-৪৩)

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। এটিকে যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়গুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

সেক্রেটারী মাল বলেন, মূসীদের চাঁদার মান অন্যদের তুলনায় খুবই ভাল। হুযুর বলেন, অন্যদের তুলনায় মূসীদের চাঁদার মান উন্নত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশা'ত নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, খুদ্দামরা ' গুনাহ্ সে নাজাত কিঁওকর মুমকিন হ্যায়' পুস্তকটি সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করেছে। অনুরূপভাবে আরও একটি পুস্তকেরও রিভিউ দেখা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আরও অন্যান্য পুস্তকেরও অনুবাদ করুন। কমিটিকে বলুন কাজের গতি বৃদ্ধি করতে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ বলেন, বর্তমানে আমাদের পাঁচটি সম্পত্তি রয়েছে। একটি গোথানবার্গ, দুটি মালমোতে, একটি স্টকহোমের এবং একটি লোলিও-তে ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মালমোতে আপনাদের পুরোনো বিল্ডিংটি এই কারণে নষ্ট হয়েছে যে, আপনারা সেটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন না। আপনাদের রক্ষণাবেক্ষনের বাজেট থাকা উচিত। আর কি কাজ হয়েছে সেক্রেটারী মালের প্রতিমাসে তার রিপোর্ট দেওয়া উচিত। প্রতিমাসে যথারীতি রিপোর্ট নিন। সময়ে মেরামত না করানো হলে ক্ষতি হয়।

হুযুর আনোয়ার মালমোর পুরোনো মিশন হাউস ' আল-হামদ' সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন এবং এর সম্পর্কে সুইডেনের আমীর সাহেবকে কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ মালমোর নির্মাণ খরচ, মসজিদ তহবিল এবং আরও সম্ভাব্য খরচাদির বিষয়ে সবিস্তারে খোঁজ নেন এবং এবিষয়ে ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রত্যেক বিভাগের কাজ হল বছরে কি কি কাজ হবে তা দেখিয়ে নিজের বাজেট তৈরী করা এবং কাজের ভিত্তিতে নিজের বাজেট তৈরী করা। বিভাগের কাছে বাজেট থাকলে তবেই তো কাজ করবে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী যিয়াফতকে হুযুর আনোয়ার বলেন, বর্তমানে আপনি তো ভীষণ ব্যস্ত। অতিথি এবং জামাতের আপ্যায়নের তৌফিক পাচ্ছেন?

ন্যাশনাল সেক্রেটারী 'সানা'ত ও তিজারত' (ব্যবসা ও কারিগরি) কে হুযুর বলেন, ব্যবসা-বানিয্য ও কারিগরির কাজ করুন এবং নিজের কর্মসূচী তৈরী করুন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়তকে হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। তরবীয়ত হয়ে গেলে আপনার যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন যে, কতগুলি পরিবারে ডিশ এন্টেনা লাগানো আছে। প্রত্যেককে এম.টি.এর সঙ্গে যুক্ত করুন। নামায কায়েম করা এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করুন। তরবীয়তী প্রোগ্রাম তৈরী করুন এবং সকলকে সক্রিয় করুন। চাঁদা দান এবং আর্থিক কুরবানীর প্রতি যাদের মনোযোগ নেই বা কম আকৃষ্ট হয় তাদের মনোযোগ আকর্ষন করুন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী 'অডিও-ভিডিও' নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, গত চার মাস থেকে তারা একটি তথ্যচিত্রের উপর কাজ করছে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে কিছু অনুষ্ঠান এবং সাক্ষাতকার আপলোড করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) 'ইসলাহি কমিটি' (সংশোধনী কমিটি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই কমিটি কি কাজ করছে? সেক্রেটারী তরবীয়ত এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে থাকেন, তিনি তো জানেনই না। কমিটি গঠন হওয়া এক বছর হয়ে গেছে। সেক্রেটারী তরবীয়তের বিষয়টি জানা উচিত।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীমকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি জানেন কতজন ছাত্র ইউনিভার্সিটি এবং কলেজে অধ্যয়নরত?

খুদ্দাম ও লাজনাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন এবং নিজের রেকর্ড সম্পূর্ণ করুন। খুদ্দাম ও লাজনা ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন তৈরী করুন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও-কে হুযুর নির্দেশ দেন যে, আপনাদের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত হয়ে আছে। নিজেদের প্রগ্রেস রিপোর্ট প্রতি মাসে পাঠাবেন। যে পাঠ্যক্রম তৈরী হয়ে রয়েছে তা লাজনাদেরকেও দিন, তারা নিজেরাই ক্লাসের ব্যবস্থা করবে। লাজনারা যদি মনে করে যে, মুরুব্বীদের সাহায্য প্রয়োজন, তবে তারা নিতে পারে।

তিনি (আই.) বলেন, ওয়াকফীনে নওদের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ওয়াকফে নও সেক্রেটারীর, মুরুব্বীদের নয়। মুরুব্বীদের আরেকটি কাজ হল তবলীগ ও তরবীয়ত। কিন্তু আপনারা নিজেদের প্রোগ্রামে তাদের সাহায্য নিতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন তো ২১ বছরের সিলেবাসও এসে গেছে। এই সিলেবাসও লাজনাদেরকে দিন। সদর লাজনা তাদের সহকারীনির মাধ্যমে ওয়াকফাতে নওদের ক্লাসের ব্যবস্থা করবেন। এরা সাবালিকা, নিজেদের ক্লাস এবং অনুষ্ঠানাদি করার বিষয়ে স্বাধীন। যদি মুরুব্বী সিলসিলা বা আমীর তাদের অনুষ্ঠান এবং ক্লাসে কোন বক্তব্য দেন তবে তা পর্দার অন্তরাল থেকে হবে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও লাজনাদের কাছ থেকে ওয়াকফে নওয়ের কার্যকলাপের রিপোর্ট নিবে।

প্রথমত ওয়াকফে নও এবং ওয়াকফাতে নও-এর পনেরো বছরের বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ওয়াফ্ ফরম পূরণ করবে আর ইউনিভার্সিটি থেকে বা শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ করার পর পুনরায় ওয়াফ্ ফরম পূরণ করে পাঠাবে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াফে নও বলেন, ওয়াকফীনে নওদের মোট সংখ্যা ১২২জন যাদের মধ্যে ১৯ জন খুদ্দাম এবং ২৬ জন লাজনা, ২১ জন আতফাল এবং ১৬ জন নাসেরাত রয়েছে আর বাকি সব শিশু।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'ইসমাঈল' এবং 'মরিয়ম' পত্রিকা চেয়ে পাঠান।

হুযুর বলেন, নিজেদের বাজেট তৈরী করুন এবং পত্রিকা চালু করুন। যারা উর্দু এবং ইংরেজি জানেন না তাদেরকে সুইডিশ ভাষায় পত্রিকার সঙ্গে প্রবন্ধগুলির অনুবাদ দিন। প্রথমে পত্রিকা চালু করুন, পরে অনুবাদ পাঠাবেন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, নতুন করে শরণার্থীরা আসছে, তাদের জন্য কাজের সন্ধান করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ছাত্রদের বিষয়েও খোঁজ নিন যে, কতজন ছাত্র কাজের সন্ধান করছে বা বাধ্য হয়ে নিজের শিক্ষা ও পেশার বাইরে অন্য কাজ করছে। তাদের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া উচিত।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ বলেন, আমাদের ওয়াকফে জাদীদর চাঁদা ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯৫৩ ক্রোনার। হুযুর আনোয়ার বলেন, ছোটদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করুন, তাদের কাছেও চাঁদা নিন।

হিসাবরক্ষক রিপোর্ট পেশ করে বলেন, যথারীতি সমস্ত হিসাব রেকর্ডে রাখা হচ্ছে। প্রতি মাসেই হিসেব করি।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসায়া বলেন, এখানে উপার্জনশীল সদস্যের সংখ্যা ৩৮২জন যাদের মধ্যে ১৫৮ জন মুসী। হুযুর বলেন, অর্ধাংশের বেশ কাছাকাছি। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করুন।

ইন্টারনাল অডিটর নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, তিন মাস অন্তর যথারীতি অডিট করি।

সেক্রেটারী রিশতা নাতা (বিবাহ সংক্রান্ত)কে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, যাদের বিবাহ হচ্ছে না তাদের তালিকা ও বিবরণাদি লন্ডনের আন্তর্জাতিক রিশতা নাতা কমিটিকে পাঠিয়ে দিন আর আমাকে প্রত্যেক মাসে রিপোর্ট পাঠান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, নথি নিরাপদ স্থানে থাকা বাঞ্ছনীয় আর আপনাদের কমিটির প্রতি মাসে মিটিং হওয়া চায়। নিজেদের কাজের পর্যালোচনা করুন এবং প্রত্যেক সদস্যকে বলুন যে, তোমার কাজ হল তিনটি বিবাহ সম্পর্ক সম্পাদন করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখানকার তথ্যাদি কেন্দ্রীয় রিশতা নাতা সেক্রেটারী কাছেই থাকবে।

কিভাবে বিবাহ সম্পর্ক তৈরী হতে পারে এবং কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত এ ব্যাপারে লাজনারা বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নিজেদের মত করে বিশেষ প্রোগ্রাম করতে পারে। এভাবে আলোচনার মধ্যে একাধিক বিষয়ে সামনে আসবে।

সমস্ত জামাতে রিশতা নাতা সেক্রেটারীকে সক্রিয় করুন।

হুযুর আনোয়ার নামাযের উপস্থিতির সংখ্যার বিষয়ে বলেন, দূরত্ব কি বেশি? ফজরে নামাযীদের সংখ্যা কম থাকে। স্মরণ করাতে থাকবেন। খুতবায় নামাযের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকুন। আমি খুতবায় নামাযের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। কিন্তু তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা আপনারও কাজ। যে ঘর গুলি দূরে অবস্থিত সেখানে চার-পাঁচটি পরিবার একটি নামায সেন্টার তৈরী করে সেখানে নামায পড়ুন।

খোদা তা'লা বলেন, উপদেশ দিতে থাক। উপদেশ দেওয়া আমাদের কর্তব্য। পুলিস বাহিনী হওয়া আমাদের কাজ নয়। পদাধিকারীরা যেন মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকে। উপদেশ দেওয়ার আদেশ রয়েছে। অতএব উপদেশ দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখুন।

সেক্রেটারী তরবীয়তের কাজ হল প্রোগ্রাম তৈরী করা এবং এমন সংঘবদ্ধ করা যে, মসজিদে আসার সময় অন্যদেরকেও যেন নামাযের জন্য নিয়ে আসে, যাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবেন।

সবশেষে সুইডেনে আমীর সাহেব অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এখন মালমোতে আমাদের দুটি বড় বড় সেন্টার তৈরী হয়েছে। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলির যৌথ জলসা কখনও সুইডেনে হোক, আবার কখনো নরওয়েতে হোক। হুযুর আনোয়ার বলেন, জামাতের সামনে যথারীতি প্রস্তাব এনে আমার কাছে পাঠান।

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের এই বৈঠক সাড়ে আটটায় সমাপ্ত হয়।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 13 Sep, 2018 Issue No.37

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

১৬ ই নভেম্বর, ২০১৫

আজকের দিনটি জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণময় । আজ হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) জাপানের উদ্দেশ্যে তৃতীয় বার যাত্রা করেন।

২০০৬ সালে সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি এবং নিউজিল্যান্ড সফর করার পর হুযুর আনোয়ার ২০১৩ সালে ৫ই নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত জাপান সফর করেন।

জাপানের তৃতীয় সফরে সেদেশের মাটিতে নির্মিত প্রথম মসজিদ ' মসজিদ বায়তুল আহাদ'-এর উদ্বোধন হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের গুরুত্ব এখানেই। এই ঐতিহাসিক মূহুর্তের সাক্ষী থাকতে ইন্ডোনেশিয়া, মালেয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, কঙ্গো, শারযা এবং দুবাই থেকে জামাতের বহু সদস্য উপস্থিত হচ্ছেন। এরা সকলে মসজিদ উদ্বোধনের এই বরকতমণ্ডিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার তৌফিক লাভ করবেন।

ব্রিটেন থেকে রওনা।

২০১৫ সালের ১৬ই নভেম্বর সকাল আটটায় হুযুর আনোয়ার জাপান সফরের জন্য রওনা হন। হুযুর আনোয়ার যাত্রার পূর্বে বিদায় জানাতে আসা মসজিদ ফজলে উপস্থিত জামাতের সদস্যদের নিয়ে দোয়া করেন এবং হাত তুলে সকলের উদ্দেশ্যে 'আসসালামো আলাইকুম' জানিয়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

এয়ারপোর্টে তাঁর আগমণের পূর্বেই জিনিস-পত্র বুকিং, বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ এবং ইমিগ্রেশনের যাবতীয় প্রক্রিয়া এক বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পন্ন হয়ে যায়। সওয়া নয়টার সময় তিনি (আই.) এয়ারপোর্টে আসেন। প্রোটোকল অফিসার হুযুর আনোয়ারকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁকে স্পেশাল লাউঞ্জে নিয়ে যান।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় হুযুর আনোয়ার বিমানে প্রবেশ করার জন্য লাউঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসেন। হুযুরকে একটি গাড়িতে করে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে বিমানের নিকট নিয়ে আসা হয়। প্রোটোকল অফিসার হুযুর আনোয়ারকে বিমানে প্রবেশ করিয়ে ফিরে আসেন। ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ- এর বিমান BA 0007 ১০:৫০টায় লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে জাপানের হানেডা এয়ারপোর্টে উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

জাপানে পদার্পণ

এগারো ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের অবিরাম যাত্রার পর পরের দিন ১৭ই নভেম্বর জাপানের স্থানীয় সময় অনুসারে সকাল সাতটা চল্লিশে বিমান টোকিও-র হানেডা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এইরূপে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ (আই.) তৃতীয় বার জাপানে পদার্পণ করেন।

জাপানের টোকিও শহরে দুটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রয়েছে। একটি নারিত আর অপরটি হল হানেডা। দুই বন্দরই পৃথিবীর ব্যস্ততম বন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম।

উল্লেখ্য জাপানের সময় ব্রিটেনের সময়ের থেকে ৯ ঘন্টা এগিয়ে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বিমান থেকে অবতরণের পরই বিদেশ মন্ত্রকের অধীনে দুইজন প্রোটোকল অফিসার তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং একটি বিশেষ কাউন্টারে ইমিগ্রেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁরা হুযুরকে এয়ারপোর্টের বাইরে নিয়ে আসেন যেখানে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী জামাতের ন্যাশনাল সদর এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ মাননীয় আনীস আহমদ নাদীম সাহেব নিজের আমেলা সদস্যদের নিয়ে হুযুর আনোয়ারকে অভিবাদন জানান এবং করমর্দন করেন। লাজনা সদর কিতাকা সাহেবা হযরত বেগম সাহেবা মাদ্দা যিল্লাহুল আলা-কে অভিবাদন জানান। ফারওয়ান আহমদ নামে এক কিশোর এবং সাকিনা আহমদ নামে এক কিশোরী হুযুর আনোয়ার এবং হযরত বেগম সাহেবাকে পুষ্প-স্তবক নিবেদন করে।

টোকিওতে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল হিলটন দায়েব হোটেলে। এয়ার পোর্ট থেকে রওনা হয়ে আটটা চল্লিশ মিনিটে হুযুর আনোয়ার হোটেলে পদার্পণ করেন যেখানে যেখানে স্থানীয় সদস্যরা হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার হোটেলের কর্মীদের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ারকে অভিবাদন জানান এবং তাঁকে বিশ্রাম কক্ষ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন।

জাপানের এই সফরে বিমানের সময়সূচি এমন ছিল যে লন্ডন থেকে রওনা হয়ে জাপান অবতরণ পর্যন্ত পাঁচটি নামায বিমানের মধ্যেই পড়তে হয়। ব্রিটেনের সময় অনুসারে পৌনে এগারোটার সময় বিমান রওনা হওয়ার পর ১টা থেকে ২টার মধ্যবর্তী সময়ে যোহর ও আসরের নামায জমা করা হয়। এবং সূর্যাস্তের পর মগরিব ও এশার নামায জমা করা হয়। পরের দিন সকাল ৭: ৪০টায় বিমান অবতরণ করে। প্রায় এর দুই ঘন্টা পূর্বে ফজরের নামায পড়া হয়। এইরূপে একই সফরে এই প্রথমবার বিমানের মধ্যেই পাঁচটি নামাযের সময় হল।

যোহর ও আসরের নামাযের ব্যবস্থা হোটেলের একটি হলঘরে করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার সেখানে উপস্থিত হয়ে যোহর ও আসরের নামায পড়ান। নামাযের পর কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিজের বিশ্রাম কক্ষে যান।

Meiji Shrine পরিদর্শন এবং হুযুর আনোয়ারের সম্মানে একটি অনুষ্ঠান

আজকের অনুষ্ঠান সূচী অনুসারে সাটা নামে জাপানের এক ব্যাবসায়ী, যিনি আমাদের বন্ধু এবং একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, তিনি Meiji Shrine পরিদর্শন করান এবং সেখানে হুযুরের সম্মানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

(ক্রমশঃ.....)

৮-এর পাতার পর......

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। যাতে আমরা এমন ভয়াবহ যুদ্ধের থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি, যা আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল। এবং যার ধ্বংসাত্মক ফলাফল কয়েক দশক ধরে প্রকাশ পেয়ে আসছে। বরং আজও প্রকাশিত হচ্ছে। যেখানে সীমিত পরিসরে আর একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এমন ক্ষেত্রে এ যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেওয়ার পূর্বে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেএে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত।

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমাদের সবার সম্মিলিত ভাবে সহযোগীতার ভিত্তিতে কাজ শুরু করি। আমাদের কাছে এছাড়া আর কোন পথ নেই। কেননা, পুরোমাত্রায় যদি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তখন ভয়াবহ যে ধংসযজ্ঞ সামনে আসবে তা অকল্পনীয়। এমতাবস্থায় নিশ্চিত রূপে পূর্বে যে যুদ্ধ হয়েছে এ যুদ্ধের সামনে তা কিছুই নয়।

আমি দোয়া করি যে, এ যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নেওয়ার পূর্বেই পৃথিবী যেন এর ভয়াবহতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। মানুষ যেন আল্লাহতা'লার সম্মুখে সেজদাবনত হয় এবং তারা যেন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহতা'লা সেই সমস্ত মানুষকে শুভবুদ্ধি দান করুন, যারা ধর্মের নামে অশান্তির সূত্রপাত করছে বা যারা রাজনৈতিক বা ভৌগলিক স্বার্থে যুদ্ধ ছড়াচ্ছে। আমি দোয়া করবো যে, তারা যেন বুঝতে পারে তারা কত অর্থহীন বিষয়ের পিছনে ছুটছে। আমি দোয়া করি যে, সত্যিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি পৃথিবীর সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমীন।

এর মাধ্যমে পুনরায় আপনাদের সবাইকে এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.